৩৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি

১. 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত?

ক. যমুনা নদীতে খ. মেঘনার মোহনায়

গ. বঙ্গোপসাগরে ঘ. সন্দ্বীপ চ্যানেল **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড খাদ আকৃতির সামুদ্রিক অববাহিকা বা গিরিখাত, যা বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানকে কৌনিকভাবে অতিক্রম করেছে। এটি গঙ্গা- ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এটি গঙ্গা খাদ নামেও পরিচিত। সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডের প্রস্থ ৫ থেকে ৭ কিলোমিটার, তলদেশে তুলনামূলকভাবে সমতল এবং পার্শ্ব দেয়াল প্রায় ১২ ডিগ্রি হেলানো। মহীসোপানের কিনারায় খাদের গভীরতা প্রায় ১,২০০ মিটার। সোয়াচ অব নো গ্রাইন্ডটি বঙ্গোপসাগরের ১৪ কিলোমিটার প্রশস্ত গভীর সমুদ্রের উপত্যকা। এই উপত্যকার গভীরতম রেকর্ড করা অঞ্চলটি প্রায় ১৩৫০ মি.। সাবমেরিন উপত্যাকাটি বেঙ্গল ফ্যান বা ব বঙ্গ পাখার অংশ যা বিশ্বের বৃহত্তম সাবমেরিন পাখা।

২. বাগদা চিংড়ি কোন দশক থেকে রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয়?

ক. পঞ্চাশ দশক খ. ষাট শতক

গ. সত্তর দশক ঘ. আশির দশক **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

চিংড়ি চাষ পদ্ধতি বাংলাদেশের প্রথম ১৯২৯-৩০ সালে সুন্দরবন অঞ্চলে সূচনা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উপকূলীয় বন্যা প্রতিরোধ ও পানি নিষ্কাশন বাঁধ তৈরীর পূর্বে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট অঞ্চলে নদী সংলগ্ন এলাকার মাটির ঘের দিয়ে বা পাড় বেঁধে তৈরী পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত খাদ্য থেকে চিংড়ি কয়েক মাসের মধ্যে বড় হলে তা সংগ্রহ করে বাজারজাত করা হতো। ১৯৭০ এর দশকে বিশ্বে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তারপরেই বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের সম্প্রসারণ ঘটে ও বাণিজ্যিকভাবে চাষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ৮০ এর দশকে চিংড়ি রপ্তানি পন্য হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। রপ্তানি খাতে চিংড়ি 'হোয়াইট গোল্ড' নামে পরিচিত। ২৪ এপ্রিল, ২০২২ বাগদা চিংড়ি জি আই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

৩. বাংলাদেশ সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি কোন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে?

ক. ১১০ খ. ১১৫

গ. ১১৭ ঘ. ১২০ **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে থাকে। ট্রাইব্যুনাল হলো কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থাপিত আদালত যা সাধারণত জলকল্যাণমূলক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেমনঃ শ্রম আদালত, ভাড়া নিয়ন্ত্রক প্রভৃতি। অন্যদিকে,

১১০ নং অনুচ্ছেদ- অধস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর।

১১৫ নং অনুচ্ছেদ - অধস্তন আদালতে নিয়োগ।

১২০ নং অনুচ্ছেদ- নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ।

৪. বাংলাদেশে বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংখ্যা-

ক. ২৫ খ. ২৬

গ. ২৭ ঘ. ৪৫ **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বর্তমানে বাংলাদেশে অনুমোদিত বেসরকারি টিভি চ্যানেল ৪৫টি। তবে ৪৫টি। তবে ৪৫টি চ্যানেলের মধ্যে বর্তমানে ৩০টি পূর্ণ সম্প্রচারে রয়েছে, বাকিগুলো সম্প্রচারের অপেক্ষায় রয়েছে এবং সরকারি টিভি চ্যানেল রয়েছে আরো ৪টি। এদের মধ্যে সংবাদ ভিত্তিক টিভি চ্যানেল রয়েছে ৮টি।

৫. 'অলিভ টারটল' বাংলাদেশের কোন দ্বীপে পাওয়া যায়?

ক. সেন্টমার্টিন খ. রাঙ্গাবালি

গ. চর আলেকজান্ডার ঘ. ছেড়াদ্বীপ **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বিশ্বের দুর্লভ জলপাইরঙা কাছিম বা অলিভ রিডলে টার্টল পাওয়া যায় বাংলাদেশের সেন্টমার্টিনে। দেশের ভৌগোলিক সীমায় বঙ্গোপসাগরে কচ্ছপ বিচরণ করে। পশ্চিমে সুন্দরবন থেকে দক্ষিণ-পূর্বের সেন্টমার্টিন দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত সৈকতের বালুচরে এরা ডিম পাড়তে আসে। শীতকাল থেকে বর্ষার শুরু পর্যন্ত কচ্ছপের ডিম পাড়ার সময়। স্থান ও প্রজাতিভেদে দিন-ক্ষণ পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় এখন পর্যন্ত পাঁচ প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপের উপস্থিতির তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে অলিভ রিডলে, গ্রিন টারটল এবং হকসিবন্ড এই তিন প্রজাতির কচ্ছপ কক্সবাজার উপকূলে ডিম পাড়তে আসে।

৬. চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এর দীক্ষাগুরু কে ছিলেন?

ক. অতীশ দীপঙ্কর খ. শীলভদ্র

গ. মাহুয়ান ঘ. মেগাস্থিনিস **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

হিউয়েন সাঙ একজন বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী। তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উদ্দেশ্যে চীন থেকে যাত্রা শুরু করেন। ভারতে তিনি প্রায় ১৫ বছর অতিবাহিত করেন। এর অনেকটা সময় তিনি বিহারে অবস্থিত প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে নালন্দা মহাবিহারে অতিবাহিত করেন। তখন নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙালি বৌদ্ধ পন্ডিত শীলভদ্র। হিউয়েন সাঙ শীলভদ্রের নিকট শিক্ষা গ্রহন করেন। ৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ চীনে ফিরে যান।

৭. প্রান্তিক হ্রদ কোন জেলায় অবস্থিত?

ক. রাঙামাটি খ. খাগড়াছড়ি

গ. বান্দরবান ঘ. সিলেট **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বান্দরবান জেলা সদর থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে বান্দরবান-কেরানীহাট সড়কের হলুদিয়ার সন্নিকটে প্রায় ২৫.২৯ একর

এলাকা নিয়ে প্রান্তিক হ্রদ গঠিত। বান্দরবানে অবস্থিত আরো কয়েকটি হ্রদ: বগাকাইন হ্রদ বা বগালেক, কিয়াচলং ইত্যাদি। অন্যদিকে, কাপ্তাই হ্রদ রাঙামাটিতে অবস্থিত। মাধবপুর লেক সিলেটে। রাঙামাটিতে অবস্থিত। মাধবপুর লেক সিলেটে।

৮. বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা কত?

ক. ৪৫০০ খ. ৪৫৭১

গ. ৫৬০০ ঘ. ৪৬০০ **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর সর্বশেষ হালনাগাদ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪৫৭১টি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক ২০২০ অনুসারেও ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪৫৭১টি।

৯. মহাস্থবীর শীলভদ্র কোন মহাবিহারের আচার্য ছিলেন?

ক. আনন্দ বিহার খ. নালন্দা বিহার

গ. গোসিপো বিহার ঘ. সোমপুর বিহার **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

নালন্দা মহাবিহার সাত শতকে প্রসিদ্ধি অর্জনকারী বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। পাল রাজাদের সময়েই এটি বিভিন্ন কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। গুপ্ত সম্রাটগণই নালন্দা মহাবিহারের নির্মাতা। সাত শতকের দিকে নালন্দা একটি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। চৈনিক তীর্থযাত্রী হিউয়েন সাঙ পড়াশোনার জন্য এখানে কয়েক বছর অতিবাহিত করেন। হিউয়েন সাং যখন নালন্দায় ছিলেন তখন বাঙালি বৌদ্ধ ভিক্ষু শীলভদ্র ছিলেন এর অধ্যক্ষ। শীলভদ্র ছিলেন সর্বপ্রথম বৌদ্ধ শিক্ষক যিনি বাংলার বাইরে এরূপ দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন। হিউয়েন সাং নিজেও শীলভদ্রের একজন ছাত্র ছিলেন।

১০. খাসিয়া গ্রামগুলো কি নামে পরিচিত?

ক. বারাং খ. পাড়া

গ. পুঞ্জি ঘ. মৌজা **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

খাসিয়া গ্রামগুলো পুঞ্জি নামে পরিচিত। পুঞ্জি প্রধান হলেন 'সিয়েম'। আবার, কয়েকটি চাকমা পরিবার নিয়ে গঠিত হয় আদাম বা গ্রাম বা পাড়া। প্রতিটি গ্রামে একজন গ্রাম প্রধান থাকেন, যাকে চাকমারা 'কারবারি' বলে। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় মৌজা। মৌজা প্রধানকে বলা হয় হেডম্যান। কয়েকটি মৌজা মিলে চাকমা সার্কেল গঠিত হয় এবং এর প্রধান হলেন চাকমা রাজা। চাকমা সমাজে রাজার পদটি বংশানুক্রমিক।

১১. লর্ড ক্যানিং ভারত উপমহাদেশে প্রথম কোন ব্যবস্থা চালু করেন?

ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা

খ. দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা

গ. সতীদাহ নিবারণ ব্যবস্থা

ঘ. পুলিশ ব্যবস্থা **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

১৮৬১ সালে ভারতীয় পুলিশ আইন পাসের মাধ্যমে লর্ড ক্যানিং ভারত উপমহাদেশে প্রথম পুলিশ ব্যবস্থা চালু করেন। ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থার প্রবর্তক হলেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত লর্ড ক্লাইভ এবং ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রহিত ঘোষনা করেন লর্ড বেন্টিংক।

১২. ১৯ মে, ২০১২ তারিখে কোন বাংলাদেশী এভারেস্ট জয় করেন?

ক. ওয়াসফিয়া নাজনীন খ. মুসা ইব্রাহিম

গ. এম. এ. মুহিম ঘ. নিশাত মজুমদার **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী নারী নিশাত মজুমদার (১৯ মে, ২০১২)। দ্বিতীয় এভারেস্ট বিজয়ী নারী ওয়াসফিয়া নাজরীন। বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী মুসা ইব্রাহিম এবং এভারেস্টের দুই দিক থেকে দুইবার জয় করেন এম. এ. মুহিত।

১৩. পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম দাবী কে উত্থাপন করেন?

ক. আব্দুল মতিন খ. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক

গ. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদ অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ভাষাতে অদিবেশনের কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলার গণপরিষদ সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা রূপে সরকারি স্বীকৃতির দাবি জানান। কিন্তু গণপরিষদ এ দাবি প্রত্যাখান করলে পূর্ব বাংলার ছাত্র শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী মহলে অসন্তোষ দেখা দেয়।

১৪. বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'তিন কন্যা' এর চিত্রকর কে?

ক. জয়নুল আবেদীন খ. কামরুল হাসান

গ. এস এম সুলতান ঘ. রফিকুন্নবী **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

তিন কন্যা, উঁকি আর নাইওর এর মতো বিস্ময়কর সব চিত্রকর্মের স্রষ্টা কামরুল হাসান। তাঁর 'তিন কন্যা' ও 'নাইওর' চিত্রকর্ম অবলম্বনে যথাক্রমে যুগোস্লাভিয়া সরকার (১৯৮৫) ও বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৬) দুটি স্মারক ডাকটিকেট প্রকাম করেছে। কামরুল হাসানের চিত্রকলায় লৌকিক ও আধুনিক রীতির মিশ্রণ ঘটায় তিনি 'পটুয়া কামরুল হাসান' নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত নকশা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মনোগ্রামে তৈরী করার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে, এস. এম. সুলতান বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। তার চিত্রকর্মের মধ্যে ম্যাডোনা ৪৩, মনপুরা-৭০ উল্লেখযোগ্য। রফিকুন্নবী বাংলাদেশের খ্যাতনামা কার্টুনিস্ট। টোকাই নামক কার্টুন চরিত্রটি তার অনবদ্য সৃষ্টি।

১৫. যশোর জেলায় অবস্থিত বিল-

ক. হাইল খ. পাথরচাওলি

গ. ভবদহ ঘ. আড়িয়াল **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় অবস্থিত ভবদহ বিল। অন্যদিকে, আড়িয়াল বিল অবস্থিত মুন্সিগঞ্জ জেলায় বাইক্কা বিল, হাইল বিল অবস্থিত মৌলভীবাজার জেলায়।

১৬. বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০৯ অনুযায়ী জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

ক. ৭ম খ. ৮ম

গ. ৯ম ঘ. কোনটিই নয় **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

২০০৯ সালে জনসংখ্যায় হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ছিলো সপ্তম। জুলাই ২০২২ এ জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগ 'World Population Prospects 2022' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুসারে- জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর শীর্ষ তিন দেশ।

১. চীন ২. ভারত ৩. যুক্তরাষ্ট্র। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। জনসংখ্যার ঘনত্বে বিশ্বের শীর্ষ দেশ মোনাকো। জনসংখ্যার ঘনত্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৬ষ্ঠ। ২০৫০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ২০৪ মিলিয়ন।

১৭. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী গড় স্বাক্ষরতার হার-

ক. ৬১.১% খ. ৫৭.৯%

গ. ৫৬.৮% ঘ. ৬৫.৫% **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী গড় স্বাক্ষরতার হার ছিলো ৫৭.৯ শতাংশ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুসারে, মোট জনসংখ্যা: ১৬৯.৮৩ মিলিয়ন। প্রতি বর্গ কি.মি. তে ঘনত্ব: ১১৫৩ জন। প্রত্যাশিত গড় আয়ু : ৭২.৩ (বছর)। সাক্ষরতার হার (৭ বছর+) : ৭৬.৪%। পুরুষ সাক্ষরতার হার: ৭৮.৬%। পুরুষ সাক্ষরতার হার: ৭৪.২%। পুরুষ ও নারীর অনুপাত: ৯৮: ১০০।

১৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

খ. এম. এ. জি. ওসমানী

গ. কর্নেল শফিউল্লাহ

ঘ. মেজর জিয়াউর রহমান **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তার নেতৃত্বেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। অন্যদিকে, মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল এম এ জি ওসমানী। মুক্তিযুদ্ধে উপসেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন এ কে খন্দকার। এবং চিফ অব স্টাফ এর দায়িত্ব পালন করেন কর্নেল এম এ রব।

১৯. 'বর্ণালী' এবং 'শুভ্র' কী?

ক. উন্নত জাতের ভুট্টা খ. উন্নত জাতের আম

গ. উন্নত জাতের গম ঘ. উন্নত জাতের চাল **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলাদেশের কৃষিতে 'বর্ণালী' ও 'শুভ্রা' উন্নতজাতের ভূট্টা। গমের উন্নত জাত হলো- বলাকা, দোয়েল, সোনালিকা, আকবর। আমের জাত হলো মহানন্দা, মোহনভোগ, ল্যাংড়া, হিমসাগর। ধানের জাত- চান্দিনা, মালা, বিপ্লব, ব্রিশাইল, মোহিনী, আশা ইত্যাদি।

২০. গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত সোনাদিয়া দ্বীপের আয়তন কত?

ক. ৯১ বর্গ কিমি খ. ৯ বর্গ কিমি

গ. ৭ বর্গ কিমি ঘ. ৮ বর্গ কিমি **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সোনাদিয়া কক্সবাজার জেলাধীন মহেশখালী উপজেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ একটি দ্বীপ। দ্বীপটির আয়তন ৯ বর্গ কি.মি.। কক্সবাজার শহর থেকে ৭ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মহেশখালী উপজেলার কুতুবজোন ইউনিয়সে সোনাদিয়া অবস্থিত।

২১. 'Making of a Nation Bangladesh' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক. কামাল হোসেন খ. এম. এ. করিম

গ. নুরুল ইসলাম ঘ. আনিসুর রহমান **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

Making of a Nation Bangladesh গ্রন্থের রচয়িতা হলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী প্রফেসর নুরুল ইসলাম। ড. কামাল হোসেন হলেন ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান ও দেশের প্রখ্যাত আইনজীবী।

২২. জীবনঢুলী কি?

ক. একটি উপন্যাসের নাম

খ. একটি কাব্যগ্রন্থের নাম

গ. একটি আত্মজীবনীর নাম

ঘ. একটি চলচ্চিত্রের নাম **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত একটি চলচ্চিত্র। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় নিম্নবর্ণের এক ঢাকি জীবনকৃষ্ণ দাস ও তার পরিবারের অভিজ্ঞতার গল্প বলা হয়েছে 'জীবনঢুলি' চলচ্চিত্রে। বাংলাদেশ সরকারের অনুদান প্রাপ্ত ছবিটিতে চুকনগর গনহত্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। চলচ্চিত্রটির পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল।

২৩. বাংলাদেশের পক্ষে ওয়ানডে অভিষেকে কোন ক্রিকেটার পাঁচ উইকেট পেয়েছেন?

ক. সোহাগ গাজী খ. রুবেল হোসেন

গ. তাইজুল ইসলাম ঘ. তাসকিন আহমেদ **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলাদেশি ফাস্ট বোলার তাসকিন আহমেদের ওয়ানডে অভিষেক হয় ১৭ জুন, ২০১৪ তারিখে। ভারতের বিপক্ষে অভিষেক ম্যাচেই তিনি প্রথম বাংলাদেশি হিসাবে ৫ উইকেট লাভ করেন। অন্যদিকে, একই টেস্টে হ্যাট্রিক ও সেঞ্চুরিয়ান সোহাগ গাজী। টেস্ট ক্রিকেটে একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে এই বিরল ঘটনার অধিকারী হোন তিনি। ২০১৩ সালে চট্টগ্রাম টেস্টে এই কীর্তি গড়েন তিনি ১৩০ বছরের ক্রিকেট ইতিহাসে এমন ঘটনা এই একবারই ঘটেছে।

২৪. পরিকল্পনা কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপ অনুযায়ী সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কোন মেয়াদে হবে?

ক. ২০১৫-২০১৯ খ. ২০১৬-২০২০

গ. ২০১৭-২০২১ ঘ. ২০১৮-২০২২ **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ৭টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ ছিলো ১৯৭৩-৭৮ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় কাল ছিলো ২০১৬-২০ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে বাংলাদেশ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫।

২৫. বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া কি নামে পরিচিত?

ক. কুষ্টিয়া গ্রেড খ. চুয়াডাঙ্গা

গ. ঝিনাইদাহ গ্রেড ঘ. মেহেরপুর গ্রেড **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলাদেশ ছাগলের প্রধান জাতের নাম হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল। দেশের মোট পালিত ছাগলের প্রায় ৯০ ভাগের অধিক হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল। এই ছাগলের চামড়া ও মাংস অত্যন্ত উন্নত মানের। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, যশোর ও ঝিনাইদহ অঞ্চলে এই ছাগলের পালন অধিক হয়। এ কারণে বিশ্ববাজারে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া কুষ্টিয়া গ্রেড নামে পরিচিত।

২৬. কোন বিখ্যাত ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি (Poet of politics) আখ্যা দিয়েছিল?

ক. টাইম খ. নিউজ উইকস

গ. ইকোনমিস্ট ঘ. ইকোনোমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

১৯৭১ সালে ৫ এপ্রিল প্রকাশিত দ্যা নিউজ উইক ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) জাতির জনক এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি (২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২)। ১৯৭৩ সালের এই দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে জুলিও কুরি পদক তুলে দেওয়া হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম থেকে তোফায়েল আহমেদ 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

২৭. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলকে ৩৬০ আউলিয়ার দেশ বলা হয়?

ক. রাজশাহী খ. ঢাকা

গ. চট্টগ্রাম ঘ. সিলেট **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলকে ৩৬০ আউলিয়ার দেশ বলা হয়। কথিত আছে যে, হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর সাথে সিলেট অঞ্চলে ৩৬০ জন আউলিয়া এসেছিলেন। উল্লেখ্য, চট্টগ্রামকে বলা হয় ১২ আউলিয়ার দেশ।

২৮. ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি. এর উৎপাদিত সার এর নাম কোনটি?

ক. ইউরিয়া এবং এএসপি খ. ইউরিয়া

গ. টিএসপি এবং এএসপি ঘ. ডিএপি **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি. দেশের প্রথম এবং পুরাতন ইউরিয়া সার কারখানা যা ১৯৬১ সালে ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট জেলায় স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে এ্যামেনিয়াম সালফেট প্ল্যান্টটি স্থাপন করা হয়।

২৯. ম্যানগ্রোভ কি?

ক. কেওড়া বন খ. শালবন

গ. উপকূলীয় বন ঘ. চিরহরিৎ বন **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ম্যানগ্রোভ বলতে সাধারণভাবে জোয়ারভাটার প্লাবিত বিস্তীর্ন জলাভূমিকে বোঝায়। ম্যানগ্রোভ বন জোয়ারভাটায় বিধৌত লবনাক্ত সমতলভূমি। উষ্ণমন্ডলীয় ও উপ উষ্ণমন্ডলীয় অক্ষাংশের আন্তপ্লাবিত আবাসস্থলের সমন্বয়ে ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম গঠিত। এ আন্তপ্লাবিত জলাভূমি বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিক নির্ভরশীল উপাদানসমূহ যেমন পানি প্রবাহ, পলি, পুষ্টি উপাদান, জৈব পদার্থ এবং জীবজন্তুর সমন্বয়ে গঠিত।

৩০. 'দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম' গ্রন্থটির লেখক কে?

ক. রিচার্ড সেশন খ. মার্কাস ফ্রান্ডা

গ. গ্যারি জে ব্যাস ঘ. পল ওয়ালেচ **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত গণহত্যা বিষয়ে মার্কিন সাংবাদিক ও অধ্যাপক গ্যারি জে ব্যাস রচিত বিখ্যাত বই হলো 'দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম: নিক্সন- কিসিঞ্জার অ্যাড অ্যা ফরগটেন জেনোসাইড। এটি ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের পাকিস্তানি গণহত্যা বিষয়ে তৎকালীন মার্কিন কনসাল। জেনারেল আর্চার কে ব্লাড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট যে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন তা ব্লাড টেলিগ্রাম নামে পরিচিত। এই বিষয়ের আর্চার কে ব্লাড দ্যা ক্রোয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ নামে একটি বই লিখেন।

৩১. নেপালের সর্বশেষ রাজা ছিলেন-

ক. রাজা ধীরেন্দ্র খ. রাজা জ্ঞানেন্দ্র

গ. রাজা বীরেন্দ্র ঘ. রাজা মহেন্দ্র **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দুই কক্ষবিশিষ্ট নেপালের পার্লামেন্টের বর্তমান নাম 'ফেডারেল পার্লামেন্ট'। নিম্নকক্ষ 'হাউজ অব রিপ্রেজেন্টিটিভ' ও উচ্চকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি। নেপালের সর্বশেষ রাজা ছিলেন জ্ঞানেন্দ্র। তিনি সর্বশেষ হিন্দু রাজাও ছিলেন। ২০০৮ সালের ২৮মে নেপালের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন বলে। এ অধিবেশনে নেপালকে একটি ফেডারেল ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক হিসেবে ঘোষণা করে এবং নেপালে ১৭৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ২৩৯ বছরের রাজতন্ত্রের পতন ঘটে।

৩২. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বেলফোর ঘোষণা ১৯১৭ এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল-

ক. জাতিপুঞ্জ সৃষ্টি করা

খ. অটোমানদের জায়গা দখল করা

গ. ইহুদীদের জন্য একটি জাতি রাষ্ট্র গঠন

ঘ. জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্র শক্তির নতুন কৌশল অবলম্বন**উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বেলফোর ঘোষণা ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জয়ের ফলে অটোমান সাম্রাজের হাত থেকে ফিলিস্তিন ভূখন্ড ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার জেমস বেলফোর ইহুদিবাদী আন্দোলনের নেতা রথচাইল্ডকে একটি চিঠির মাধ্যমে ফিলিস্তিন ভূখন্ডে ইহুদিদের জন্যে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্রিটেনের সহায়তার কথা জানান। তার এই চিঠিই ইতিহাসে বেলফোর ডিক্লারেশ নামে পরিচিত। এই ঘোষনার ৩১ বছর পর ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ফিলিস্তিন ভূখন্ডে জোরপূর্বক ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩৩. প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরে সদর দপ্তর হচ্ছে-

ক. ইউকোসুক খ. হাওয়াই

গ. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঘ. পূর্ব ইউরোপ **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মূল ভূখন্ডের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে বড় নৌবহর হলো সপ্তম নৌবহর। এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের একটি অংশ। বর্তমানে এর প্রধান ঘাটি জাপানের ইউকোসুকে অবস্থিত। এই নৌবহরে ৭০-৮০টি যুদ্ধ জাহাজ, ৩০০টি যুদ্ধ বিমান এবং প্রায় ৪০,০০০ সেনা রয়েছে। হাওয়াই হলো যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য এবং পার্ল হারবার হাওয়াই অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত।

৩৪. 'ডমিনো' তত্ত্বটি কোন অঞ্চলের সপ্তম নৌবহরে সদর দপ্তর হচ্ছে-

ক. নিকট প্রাচ্য খ. পূর্ব আফ্রিকা

গ. দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া ঘ. পূর্ব ইউরোপ **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জন্য ডমিনো তত্ত্বটি প্রযোজ্য ছিল। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র যে কয়েকটি পররাষ্ট্র নীতি গ্রহন করেছিল, তার মধ্যে 'ডমিনো তত্ত্ব' অন্যতম। কোনো একটি রাষ্ট্রে যদি সাম্যবাদীরা ক্ষমতাসীন হয়, তাহলে পাশের রাষ্ট্রটিও সাম্যবাদীদের দখলে চলে যাবে। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র এই তত্ত্বটি প্রচার করেছিল। সাম্যবাদের প্রসার ঠেকানো ছিল ডমিনো তত্ত্বের মূল কথা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 'ভিয়েতনাম যুদ্ধ' ও স্নায়ুযুদ্ধের সময়ও যুক্তরাষ্ট্র এই ডমিনো তত্ত্ব প্রয়োগ করেছিল। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস.ট্রুম্যান এই তত্ত্বের উদ্যোক্তা হলেও তার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার প্রথম এই অঞ্চলে প্রয়োগ করেন।

৩৫. 'গ্লাসনস্তনীতি' কোন দেশে চালু হয়েছিল?

ক. চীন খ. সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন

গ. হাঙ্গেরি ঘ. পোল্যান্ড **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

রুশ শব্দ গ্লাসনস্ত মানে খোলানীতি। সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ এ নীতির প্রবর্তক। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থার বা পার্টিও রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন নেতাদের বিরোধীতা বা সমালোচনা করার অবকাশ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হয়। কিন্তু গর্বাচেভ ১৯৮৭ সালে ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ নির্ভয়ে খোলামেলাভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবেন এবং পার্টিও রাষ্ট্রীয় নেতাদের সমালোচনা করতে পারবেন। গর্বাচেভ নিজেই তার এই নীতিকে গ্লাসনস্ত বলে অভিহিত করেন। অনেকটা এই গ্লাসনস্তের কারনেই মূলত সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায় এবং সমাজতন্ত্রের অবসান ঘটে।

৩৬. ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সার্ক অঞ্চলের বাহিরে আমন্ত্রিত রাষ্ট্রের সংখ্যা-

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ১ **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

স্বাধীনভারতে জন্ম নেওয়া ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয় ২০১৪ সালের ২৬ মে। এদিনের শপথ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা ছিল ৪ হাজারের ও বেশি। জাপানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সফর থাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া সার্কভুক্ত সকল দেশের সরকার প্রধান শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সার্কের বাইরে একমাত্র দেশ হিসেবে মরিশাসের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নবীন রামগুলাম আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন।

৩৭. বর্তমান বিশ্বের কোন দেশটির সংবিধানকে 'শান্তি সংবিধান' বলা হয়?

ক. জাপান খ. পেরু

গ. কোস্টারিকা ঘ. সুইজারল্যান্ড **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

জাপানের সংবিধানকে শান্তির সংবিধান বলা হয়। জাপানের সংবিধানকে যুদ্ধোত্তর সংবিধান নামেও অভিহিত করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালের ৩রা মে জাপানের বর্তমান সংবিধান গৃহিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীনে রচিত এই সংবিধানের ৯নং অনুচ্ছেদ অনুসারে জাপান আত্মরক্ষা ব্যতীত কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ বা জড়াতে পারবেনা। এজন্যই মূলত জাপানের সংবিধান শান্তি সংবিধান নামেও পরিচিত। তবে, জাপান ধীরে ধীরে শান্তির সংবিধান থেকে বের হয়ে আসছে।

৩৮. Global Terrorism Index- ২০১৪ অনুযায়ী বিশ্বে সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্র-

ক. সিরিয়া খ. সুদান
গ. ইরাক ঘ. সোমালিয়া **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

Global Terrosrism Index (GTI) ২০১৪ অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদের বিশ্বের শীর্ষ দেশ ইরাক। সিরিয়া, সুদান ও সোমালিয়াও সন্ত্রাসবাদ সূচকের প্রথম কাতারে রয়েছে। Statista Research Department কর্তৃক ২০২১ সালে প্রকাশিত GTI-2020 অনুসারে, প্রথম দেশ আফগানিস্তান (৯.৫৯-স্কোর), দ্বিতীয় দেশ ইরাক (স্কোর-৮.৬৮), তৃতীয় দেশ নাইজেরিয়া (স্কোর-৮.৩১) তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৩৩তম (স্কোর-৪.৯১)।

৩৯. জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির ব্যাপকতা তুলে ধরার জন্য কোন দেশটি সমুদ্রের গভীরে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছে?

ক. ফিজি খ. পাপুয়া নিউগিনি
গ. গুয়াম ঘ. মালদ্বীপ **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্ববাসীকে সচেতন করতে ২০০৯ সালের ১৭ অক্টোবর মালদ্বীপের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মোহম্মদ নাশিদের সভাপতিত্বে তার দেশের মন্ত্রিসভার একটি বৈঠক সাগরতলে অনুষ্ঠিত হয়। ২১০০ সালের মধ্যেই মালদ্বীপের দ্বীপগুলো সাগরগর্ভে হারিয়ে যাওয়ার পূর্বাভাসে মালদ্বীপেরতৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিশ্ববাসীর নজর কাড়তে ঐ অভিনব বৈঠকের আয়োজন করেছিল। অন্যদিকে ফিজি ও পাপুয়া নিউগিনি হলো দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং গোয়াম হলো প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি নৌঘাঁটি অধ্যুষিত এলাকা।

৪০. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট পূর্বের অর্থনৈতিক জোটটির নাম ছিল-

ক. কমিন্টার্ন খ. কমিনফর্ম
গ. কমেকন ঘ. কোনটিই নয় **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট পূর্বের অর্থনৈতিক জোট কমেকন। COMECON এর পূর্ণরূপ Council for mutual economic Assistance। সোভিয়েত ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধার্থে এবং সমন্বয় করার জন্য ১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা। প্রতিষ্ঠাতা দেশ পোল্যান্ড এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। পরবর্তীতে পূর্ব জার্মানি, আলবেনিয়া, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম সদস্য হিসেবে যোগদান করে। সংগঠনটি ১৯৪৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল।

৪১. ব্রিকসের সর্বশেষ শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়-

ক. রাশিয়া খ. ব্রাজিল
গ. ভারত ঘ. দক্ষিণ আফ্রিকা **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ব্রিকস একটি অর্থনৈতিক জোট। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার এই ৫টি উদীয়মান অর্থনীতির দেশ নিয়ে গঠিত হয় ব্রিকস। এর কোনো সদর দপ্তর নেই। ১৫তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায়। ব্রিকসের জোহানেস বার্গ শীর্ষ সম্মেলন থেকে তিন মহাদেশের ছয়টি বিকাশমান অর্থনীতির দেশকে এই জোটে যোগ দিতে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। দেশগুলো হলো সৌদি আরব, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, ইথিওপিয়া ও আর্জেন্টিনা। নতুন ছয়টি সদস্যদেশ ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিকসে যোগ দিবে ঠিক হয়েছে।

৪২. 'উইঘুর' হলো-

ক. চীনের একটি খাবারের নাম
খ. চীনের একটি শহরের নাম
গ. চীনের একটি ধর্মীয় স্থানের নাম
ঘ. চীনের একটি সম্প্রদায়ের নাম **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

উইঘুর জাতিগোষ্ঠী হলো চীনের বৃহত্তম স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসকারী একটি মুসলিম জাতি। চীন ব্যতীত উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান ও কিরগিজস্তানেও উইঘুরদের বসবাস রয়েছে। চীন সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ তুলে দীর্ঘদিন ধরে উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর দমন নির্যাতন চালিয়ে আসছে।

৪৩. ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন সংক্রান্ত কনভেনশন অনুযায়ী একটি উপকূলীয় রাষ্ট্রের মহীসোপানের (Continental) সীমা হবে ভিত্তি রেখা হতে-

ক. ২০০ নটিক্যাল মাইল খ. ৩০০ নটিক্যাল মাইল
গ. ৩৫০ নটিক্যাল মাইল ঘ. ৪৫০ নটিকেল মাইল **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন সংক্রান্ত কনভেনশন অনুযায়ী, একটি উপকূলীয় রাষ্ট্রের মহীসোপানের সীমা হবে ভিত্তি রেখা হতে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল (৬৫০ কি.মি.)। অর্থনৈতিক সীমারেখার দৈর্ঘ্য ২০০ নটিক্যাল মাইল।

৪৪. মংডু কোন দু'টি দেশের সীমান্ত এলাকা?

ক. বাংলাদেশ-মায়ানমার খ. মায়ানমার-চীন
গ. বাংলাদেশ-ভারত ঘ. ভারত-মায়ানমার **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মংডু হলো বাংলাদেশের কক্সবাজার সীমান্তে মিয়ানমারের একটি জেলা শহর। নাফ নদের মাধ্যমে মংডু ও বাংলাদেশের টেকনাফ শহর আলাদা হয়ে আছে। টেকনাফ-মংডু বাংলাদেশ

ও মিয়ানমারের মধ্যে একটি সীমান্ত বানিজ্যও ঘটে। মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশের বাংলাদেশ ঘেষা শহর মংডু। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা মোট ৩২টি। তার মধ্যে ভারতের সাথে ৩০টি জেলার এবং মিয়ানমারের সাথে ৩টি (কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান) জেলার সীমান্ত রয়েছে। রাঙ্গামাটি একমাত্র জেলা যার সাথে ভারত ও মিয়ানমার ২টি দেশের সাথেই সীমান্ত রয়েছে।

৪৫. কার্টাগেনা প্রটোকল হচ্ছে-

ক. জাতিসংঘের যুদ্ধ মোকাবেলা সংক্রান্ত চুক্তি
খ. জাতিসংঘের শিশু অধিকার বিষয়ক চুক্তি
গ. জাতিসংঘের নারী অধিকার বিষয়ক প্রটোকল
ঘ. জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কার্টাগেনা প্রটোকল হচ্ছে জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক একটি চুক্তি। কার্টাগেনা প্রটোকল এর পুরো নাম Cartagena Protocol in Bio-safety to the convention on Biological Diversity। কার্টাগোনা প্রটোকল গৃহিত হয় ২০০০ সালের ১৯ জানুয়ারি। কার্টাগোনা প্রটোকল চুক্তিটি কানাডার মন্ট্রিলে ২০০৩ সালে কার্যকর হয়। বাংলাদেশ কার্টাগোনা প্রটোকল চুক্তি স্বাক্ষর করে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে।

৪৬. ১৯৮৯ থেকে ওজনস্তর বিষয়ক মন্ট্রিল প্রটোকল কতবার সংশোধন করা হয়?

ক. ৫ খ. ৮
গ. ৪ ঘ. ৭ **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মন্ট্রিল প্রটোকলের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৫ বার সংশোধিত হয়েছে। সংশোধনী গুলো হচ্ছে-

১। লন্ডন সংশোধনী- The London Amendenent (1990)

২। কোপেনহেগেন সংশোধনী- The Copenhagen Amendment (1992)

৩। মন্ট্রিল সংশোধনী- The Montreal Amendnent (1997)

৪। বেইজিং সংশোধনী- The Beijing Amendnent (1999)

৫। কিগালি সংশোধনী- The Kigali Amendnent (2016)

উল্লেখ্য, মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর হয় ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সাল ও কার্যকর হয় ১ জানুয়ারি, ১৯৮৯ সাল।

৪৭. 'The Art of War' গ্রন্থের রচয়িতা-

ক. ক্লজউইজ খ. আলফ্রেড মাহান
গ. সুন জু ঘ. কৌটিল্য **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

The Art of War গ্রন্থের রচয়িতা সুন জু। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে চীনের সামরিক বাহিনীর কৌশলবিদ সুন জু যুদ্ধের কৌশল নিয়ে রচনা করেন তার এই গ্রন্থটি। তিনি সীমিত সম্পদ, কৌশল ও সুযোগের ভিত্তিতে যুদ্ধের কৌশল বর্ণনা করেন। তাঁকে মাস্টার সান বলা হতো। অপরদিকে, রাষ্ট্রশাসন ও কূটনীতি কৌশলের বাইবেল বলা হয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' কে। কৌটিল্যের আসল নাম চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত। আর কার্ল ভন ক্লডউইজ হলেন রাশিয়ার সামরিক তাত্ত্বিক। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হলো On war। লিও টলস্টয়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'War and Peace'।

৪৮. বর্তমান বিশ্বে 'নিউ সিল্ক রোড' এর প্রবক্তা-

ক. জাপান খ. ভারত
গ. আফগানিস্তান ঘ. চীন **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

চীন নিউ সিল্ক রোড এর প্রবক্তা। সিল্ক রোড হলো চীনের চালু করা বানিজ্য পথ। প্রাচীনকালে চীন থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া তথা ইউরোপে আর উত্তর আফ্রিকায় চীনের রেশম আর রেশমী কাপড় পাঠানো হয়েছিলো বলে এ পথ 'সিল্ক রোড' নামে সুপরিচিত। সিল্ক রোড গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে চীনের হান রাজবংশের আমলে। দশম শতাব্দীতে চীনের সং রাজবংশের আমলে 'সিল্ক রোড' বানিজ্যের মাল পরিবহনের পথ হিসেবে ব্যবহার বন্ধ হয়। ১৯৩০ সালে যুক্তরাজ্য প্রাচীন সিল্করোড চালুর উদ্যোগ নিলেও তা বাস্তবায়ন না হওয়ায় ২০১৪ সালে চীন নিউ সিল্ক রোড চালুর উদ্যোগ গ্রহন করে।

৪৯. বিশ্ব প্রাণী দিবস হচ্ছে-

ক. ৪ অক্টোবর খ. ২৩ অক্টোবর
গ. ২৯ জুন ঘ. ১১ ফেব্রুয়ারি **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বিশ্ব প্রাণী দিবস- ৪ অক্টোবর
বিশ্ব বন্য প্রাণী দিবস- ৩ মার্চ
বিশ্ব জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ দিবস- ২২মে
বিশ্ব পরিবেশ দিবস- ৫ জুন
বিশ্ব আবহাওয়া দিবস- ২৩ মার্চ

৫০. 'WIPO' এর সদর দপ্তর-

ক. ব্রাসেলস খ. লন্ডন
গ. জেনেভা ঘ. প্যারিস **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

WIPO এর সদর দপ্তর জেনেভায়। WIPO এর পূর্ণরূপ World Intellectual Property Organization. সংগঠনটি সাক্ষরিত হয় ১৯৬৭ সালে স্টকহোমে। কার্যক্রম শুরু করে ১৯৭০ সালে। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থায় পরিণত হয়।

৫১. বাংলাদেশে কাল বৈশাখীর ঝড় কখন হয়?

ক. মৌসুমী বায়ু ঋতুতে
খ. শীতকালে
গ. মৌসুমী বায়ু ঋতুর পরবর্তী সময়ে
ঘ. প্রাক-মৌসুমী বায়ু ঋতুতে **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলাদেশে কাল বৈশাখীর ঝড় হয় প্রাক-মৌসুমী বায়ু ঋতুতে। গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে মে মাসে বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎসহ যে প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি হয় তাকে কালবৈশাখী ঝড় বলে। এ ঝড় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। কালবৈশাখী বায়ুর গড় গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০-৬০ কি.মি.। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কি.মি. এর বেশিও হতে পারে।

৫২. পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই কোন দুর্যোগ সংঘটিত হয়?

ক. বন্যা খ. খরা

গ. ভূমিকম্প ঘ. ঘূর্ণিঝড় **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

পূর্ব সতর্কতা ছাড়া যে দুযোর্গটি সংঘটিত হয় তার নাম ভূমিকম্প। ভূমিকম্প তরঙ্গ গতির এক ধরনের শক্তি, এটি সীমিত পরিসরে উদ্ভুত হয়ে উৎস থেকে সকল দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূ-পৃষ্ঠে সংঘটিত আকস্মিক ও অস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ উত্তাপ, ভূ-গর্ভস্থ সঞ্চিত বাষ্প চাপ, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের শিলাসমূহের চাপের পার্থক্যের কারণে এ কম্পন সংঘটিত হয়। স্থলভাগের যে বিন্দুতে ভূমিকম্পের তরঙ্গ সূচিত হয় তাকে কেন্দ্র বলে। ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম সিসমোগ্রাফ এবং এর তীব্রতা পরিমাপ করা হয় রিখটার স্কেলে। অন্যদিকে, বন্যা, খরা, ঘর্ণিঝড় সবগুলোই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পূর্বসতর্কতার সাথে সংঘটিত হয়।

৫৩. ভারতীয় কোন রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের কোনো সীমান্ত নাই?

ক. আসাম খ. মিজোরাম

গ. ত্রিপুরা ঘ. নাগাল্যান্ড **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ভারতীয় রাজ্য নাগাল্যান্ড এর সাথে বাংলাদেশের কোনো সীমান্ত নেই। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য ৫টি। যথাঃ ত্রিপুরা, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং মিজোরাম। ভারতের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা ৩০টি। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা ৩২টি। বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্ত রয়েছে এবং জেলাটি হচ্ছে রাঙামাটি।

৫৪. 'জুম' চাষ পদ্ধতি বাংলাদেশের কোন জেলাসমূহে দেখা যায়?

ক. সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়া

খ. নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ

গ. বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম

ঘ. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহ **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

জুম চাষ পদ্ধতি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে দেখা যায়। জুম চাষ বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে সর্বাধিক প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতি। জুম এর প্রকৃত অর্থ স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে চাষাবাদ করা, মূলত পাহাড়ের জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ করাকে জুম বলে। জুম চাষ পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন, প্রায় ৯০% পাহাড়িই জুম চাষী। জুম চাষীদের জুমিয়া বলা হয়। বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার হেক্টর ভূমি এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়। জুম চাষ ভারতে পোড়ু, বীরা, পোনম ইত্যাদি নামে পরিচিত।

৫৫. বায়ুমন্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কত শতাংশ?

ক. ৭৫.৮% খ. ৭৮.০২%

গ. ৭৯.২% ঘ. ৮০% **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বায়ুমন্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ৭৮.০২%। বায়ুর যে আবরণ ভু-পৃষ্ঠের চারপাশে বেষ্টন করে আছে, তাকে বায়ুমন্ডল বলা হয়। বায়ুমন্ডলের গভীরতা প্রায় ১০,০০০ কি.মি.। বায়ুমন্ডলের প্রায় ৯৭% ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩০ কি.মি. এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বায়ুমন্ডল ৩ প্রকার উপাদান দ্বারা গঠিত। যথাঃ ১। বিভিন্ন প্রকার গ্যাস। ২। জলীয় বাষ্প ৩। ধূলিকণা ও কণিকা। বায়ুমন্ডলে উপস্থিত বিভিন্ন উপাদানের নাম ও শতকরা পরিমাণ দেয়া হলঃ

উপাদানের নাম	শতকরা পরিমান
নাইট্রোজেন (N_2)	৭৮.০২
অক্সিজেন (O_2)	২০.৭১
আর্গন (Ar)	০.৮
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)	০.০৩
অন্য গ্যাসসমূহ	০.০২
জলীয় বাষ্প	০.৪১
ধূলিকণা ও কণিকা	০.০১

৫৬. নিম্নে উল্লিখিত ভূমিরূপসমূহের মধ্যে কোনটি হিমবাহের ক্ষয় কার্যের দ্বারা গঠিত?

ক. পার্শ্ব গ্রাবরেখা

খ. শৈলশিরা

গ. ভি-আকৃতির উপত্যকা

ঘ. ইউ-আকৃতির উপত্যকা **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

উল্লিখিত ভূমিরূপসমূহের মধ্যে ইউ-আকৃতির উপত্যকা হিমবাহের ক্ষয়কার্যের দ্বারা গঠিত। উৎপত্তিস্থল থেকে সৃষ্টি হবার পর থেকে হিমবাহ তার প্রবাহপথ সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে ভূ-ভাগকে ক্ষয় করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে, যা হিমবাহের ক্ষয়কার্য নামে পরিচিত। হিমবাহের ক্ষয়কার্যের মাত্রা নির্ভর করে হিমবাহের আয়তন ও বরফের গভীরতার উপর। হিমবাহের ক্ষয়কার্যের পদ্ধতি ৩টি। যথাঃ

১। উৎপাৎন প্রক্রিয়া বা Plucking
৩। অবঘর্ষ প্রক্রিয়া বা Abrasion
৪। ঘর্ষণ প্রক্রিয়া বা Attrition
হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ভূমির সৃষ্টি হয়। যেমনঃ
১। করি বা সার্ক
২। এরিটি
৩। ইউ আকৃতির উপত্যকা
৪। ঝুলন্ত উপত্যকা
৫। রসে মতানে

৫৭. বাংলাদেশের কৃষি কোন প্রকার?
ক. ধান-প্রধান নিবিড় স্বয়ংভোগী
খ. ধান-প্রধান বাণিজ্যিক
গ. স্বয়ংভোগী মিশ্র
ঘ. স্বয়ংভোগী শস্য চাষ ও পশুপালন **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশের কৃষি ধান প্রধান নিবিড় স্বয়ংভোগী। বাংলাদেশের কৃষি প্রধানত ধান প্রধান। পৃথিবীর যেসব দেশে কৃষিজমির তুলনায় লোকসংখ্যার পরিমাণ বেশি, সেসব দেশে অধিক শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করে সর্বাধিক ফসল উৎপাদনের যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে নিবিড় কৃষি বলা হয়। স্বয়ংভোগী কৃষি মূলত দেশজ চাহিদা মেটানোকে বোঝায়। কয়েকবছর পর্যন্ত (৩/৪ বছর) আবহাওয়ার পরিবেশ অনুকূল থাকা এবং মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিভাগের তৎপরতাসহ ভালো বীজ, সুষম সার ও পরিমিত সেচের ফলে ধান চাষ বর্তমানে ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫৮. নিচের কোন আপদ (Hazard) এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিবেশগত?
ক. অর্থনৈতিক খ. সামাজিক
গ. পরিবেশগত ঘ. অবকাঠামোগত **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
আপদ (Hazard) এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিবেশগত। Hazard বা বিপর্যয় বলতে আকস্মিক ও প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট বিপদের সম্ভাবনাকে বোঝায়। বিপর্যয় এমন একটি অবস্থা বা ঘটনা যা একটি এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকা, পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। বিপর্যয় বা Hazard এর কোনো একটি এলাকা বা জনগোষ্ঠীকে ধ্বংসও হতে পারে। বিপর্যয় ২ ধরনের। যথাঃ ১। প্রাকৃতিক বিপর্যয়: কালবৈশাখী, ভূমিকম্প, ঝড়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি। ২। মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ঃ যুদ্ধ, দাঙ্গা, দূষণ, রাসায়নিক বিষক্রিয়া ইত্যাদি।

৫৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজকে পর্যায়ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হলে কোন কাজটি সর্বপ্রথম হবে?
ক. পুনর্বাসন খ. ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ
গ. দুর্যোগ প্রস্তুতি ঘ. দুর্যোগ প্রশমন কর্মকান্ড **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজকে পর্যায়ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হলে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ কাজটি সর্বপ্রথম হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ের কার্যক্রমকে বোঝায়। দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য দুর্যোগপূর্ব সময়েই ব্যবস্থাপনার বেশির ভাগ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এ জন্য যথোপযুক্ত বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি, দুর্যোগ প্রশমন, পুনর্বাসন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করতে হয়।

৬০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নের কোন পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ সবচেয়ে ফলপ্রসু হবে?
ক. কমিউনিটি পর্যায়ে খ. জাতীয় পর্যায়ে
গ. উপজেলা পর্যায়ে ঘ. আঞ্চলিক পর্যায়ে **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ সবচেয়ে ফলপ্রসু হবে। কমিউনিটি বলতে নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে বোঝায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব। দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় জনগণের সাহায্য সহযোগীতা একান্ত প্রয়োজন। তাই কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ সবচেয়ে ফলপ্রসু হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজকে পর্যায়ক্রম অনুযায়ী সাজাতে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের কাজটি সর্বপ্রথম করতে হবে। দুর্যোগের মূল্যায়ন করা হয় পুনর্বাসন পর্যায়ে। সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ভারতের গুজরাট রাজ্যের গান্ধীনগরে অবস্থিত।

৬১. ডি. এন. এ অণুর দ্বি-হেলিক্স কাঠামোর জনক কে?
ক. স্যাংগার ও পলিং খ. লুই পাস্তুর ও ওয়াটসন
গ. ওয়াটসন ও ক্রিক ঘ. পলিং ও ক্রিক **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
জীবের রাসায়নিক গঠন উপাদান DNA, ১৮৬৮ সালে Miescher প্রথম DNA আবিষ্কার করেন। দু'জন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক ১৯৫৩ সালে DNA অণুর প্রতিকৃতির ডাবল হেলিক্স মডেল প্রদান করেন। উল্লেখ্য, ডিএনএ অণুর গঠনের উপর সম্পাদিত কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ওয়াটসন, ক্রিক ও মরিস উইলকিন্সকে ১৯৬২ সালে যৌথভাবে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়। সুতরাং, অপশন (খ)- ই সঠিক উত্তর।

৬২. হিমোগ্লোবিন কোন জাতীয় পদার্থ?
ক. আমিষ খ. আয়োডিন
গ. স্নেহ ঘ. লৌহ **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
হিমোগ্লোবিন এক প্রকার লৌহ গঠিত আমিষ পদার্থ। এটি রক্তের লোহিত রক্তকণিকায় বিদ্যমান থাকে। এর অংশ দুটি। যথাঃ হিম (৪%) নামক লৌহ গঠিত রঞ্জক ও গ্লোবিন (৯৬%) নামক প্রোটিন বা আমিষ গঠিত উপাদান। হিমোগ্লোবিনের চার অণু প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিম, এক অণু গ্লোবিন ও এক পরমাণু লৌহ ফেরাস (Fe^{++}) অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ, হিমোগ্লোবিনে বেশির

ভাগ আমিষ বা প্রোটিন দ্বারা গঠিত। অতএব, অপশন (ক) ই সঠিক উত্তর।

৬৩. P^H- হলো-

ক. এসিড নির্দেশক খ. কোনোটিই নয়

গ. ক্ষার নির্দেশক ঘ. এসিড ও ক্ষার নির্দেশক **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কোনো দ্রবনের হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) মোলার ঘনমাত্রার ঋনাত্মক লগারিদমকে ঐ দ্রবনের P^H বলে। P^H এসিডীয় বা অম্লীয়, ক্ষারীয় এবং নিরপেক্ষতার মাত্রা নির্দেশক, $P^H < 7 \rightarrow$ অম্লীয় দ্রবণ, $P^H > 7 \rightarrow$ ক্ষারীয় দ্রবণ এবং $P^H = 7 \rightarrow$ নিরপেক্ষ দ্রবন। অতএব, অপশন (ঘ) ই সঠিক উত্তর।

৬৪. গোয়েন্দা বিভাগে নিম্নের কোন রশ্মি ব্যবহৃত হয়?

ক. বেকেরেল রশ্মি খ. X রশ্মি

গ. গামা রশ্মি ঘ. বিটা রশ্মি **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

পুলিশ ও শুল্ক বিভাগে লুকানো বিস্ফোরক, নিষিদ্ধ দ্রব্য ইত্যাদি চোরাচালানো, অর্থাৎ গোয়েন্দা বিভাগে x- রশ্মি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া- (১) রোগনির্ণয়ে যেমনঃ হাড়ের ভাঙন, দাঁতের গর্ত, ক্যান্সার, দেহের অভ্যন্তরে বহিরাগত বস্তু ইত্যাদি শনাক্তকরণে (২) কেলাসের গঠন সম্পর্কিত তথ্য জানার ক্ষেত্রে।

(৩) কড়ি, বরগা প্রভৃতির ঢালাই করা ধাতুর ভিতরের অংশে ত্রুটি নির্ণয়ে ইত্যাদি ক্ষেত্রে x-রশ্মি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর।

৬৫. বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একটি পরমাণুর শক্তি-

ক. যুক্ত অবস্থার চাইতে কম

খ. যুক্ত অবস্থার চাইতে অধিক

গ. যুক্ত অবস্থার সমান

ঘ. কোনটিই সঠিক নয় **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

নিষ্ক্রিয় গ্যাস ছাড়া যে কোন পরমাণুর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকাকালে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করার তীব্র আসক্তি দেখা যায়। সাধারণত বাইরের শক্তিস্তরে ইলেকট্রন যত বেশি থাকে পরমাণুর গতিশক্তি তত বেশি হবে। তাই, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একটি পরমাণুর শক্তি যুক্ত অবস্থার চাইতে অধিক। অতএব, অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

৬৬. ঘর্মাক্ত দেহে পাখার বাতাস আরাম দেয় কেন?

ক. গায়ের ঘাম বের হতে দেয় না

খ. বাষ্পায়ন শীতলতার সৃষ্টি করে

গ. পাখার বাতাস শীতল জলীয়বাষ্প ধারণ করে

ঘ. পাখার বাতাস সরাসরি লোমকূপ দিয়ে শরীরে ঢুকে যায়। **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ঘর্মাক্ত অবস্থায় শরীরের ঘাম শরীর থেকে বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ গ্রহন করে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। পাখার বাতাস সেই গরম বাষ্পকে দূরীভূত করে। ফলে শরীর ঠান্ডা হয় এবং আরাম অনুভূত হয়। অর্থাৎ, বাষ্পায়ন শীতলতার সৃষ্টি হয় আরাম দেয়। সুতরাং, অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

৬৭. নিম্নের কোন বাক্যটি সত্য নয়?

ক. পদার্থের নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে

খ. প্রোটন ধনাত্মক আধানযুক্ত

গ. ইলেকট্রন ঋনাত্মক আধানযুক্ত

ঘ. ইলেকট্রন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভিতরে অবস্থান করে

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

পরমাণুর একটি কেন্দ্র আছে, যার নাম নিউক্লিয়াস। এতে ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন ও আধানহীন নিউট্রন থাকে। অপরদিকে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঋনাত্মক ইলেকট্রন নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমন করে। অর্থাৎ, ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের বাহিরে থাকে এবং তার চারিদিকে ঘুরতে থাকে। সুতরাং, অপশন (ঘ) পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভিতরে ইলেকট্রন অবস্থান করে, বাক্যটি সত্য নয়।

৬৮. কোনো বস্তুতে আধানের অস্তিত্ব নির্ণয়ের যন্ত্র হলো-

ক. এ্যামিটার খ. অনুবীক্ষণ যন্ত্র

গ. ভোল্টমিটার ঘ. তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) অ্যামিটার- বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপক যন্ত্র।

অপশন (খ) অনুবীক্ষণ যন্ত্র- অতি ক্ষুদ্র বস্তু পর্যবেক্ষণ যন্ত্র।

অপশন (গ) ভোল্টমিটার- বৈদ্যুতিক বর্তনীর বিভব পার্থক্য পরিমাপক যন্ত্র।

অপশন (ঘ) তড়িৎ বীক্ষণ যন্ত্র- আধানের অস্তিত্ব বা চার্জ নির্ণয় যন্ত্র যা ইলেকট্রোস্কোপ নামেও পরিচিত। সুতরাং অপশন (ঘ) ই সঠিক উত্তর।

৬৯. নিম্নের কোনটি বেকিং পাউডারের মূল উপাদানের সংকেত?

ক. $CaCO_3$ খ. $NaHCO_3$

গ. NH_4HCO_3 ঘ. $(NH_4)_2CO_3$ **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) $CaCO_3 \rightarrow$ ক্যালসিয়াম কার্বনেট

অপশন (গ) $NH_4HCO_3 \rightarrow$ অ্যামোনিয়াম বাই কার্বনেট বা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট।

অপশন (ঘ) $(NH_4)_2 CO_3 \rightarrow$ অ্যামোনিয়াম কার্বনেট

অপশন (খ) $NaHCO_3 \rightarrow$ সোডিয়াম বাই কার্বনেট বা বেকিং সোডা বা খাবার সোডা।

অতএব, অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

৭০. আকৃতি, অবস্থান ও কাজের প্রকৃতিভেদে আবরণী টিস্যু কত ধরনের?

ক. ২ খ. ৪

গ. ৩ ঘ. ৫ **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যে টিস্যু বা কলা দেহের খোলা অংশ ঢেকে রাখে এবং দেহের ভেতরের আবরণ তৈরি করে, তাকে আবরণী টিস্যু (Epithelial tissue) বলে। আমাদের ত্বকের বাইরের

আবরণ, মুখগহ্বরের ভেতরের আবরণ ইত্যাদি আবরনী টিস্যু। কোষের আকৃতি, প্রাণিদেহে অবস্থান ও কাজের প্রকৃতিভেদে এ টিস্যু তিন ধরনের:

ক) স্কোয়ামাশ (আঁইশ আকৃতি) টিস্যু

খ) কিউবয়ডাল (ঘনাকৃতি) টিস্যু

গ) কলামনার (স্তম্ভাকৃতি) টিস্যু

অতএব, অপশন (খ)– ই সঠিক উত্তর।

৭১. হৃদপিন্ড কোন ধরনের পেশি দ্বারা গঠিত?

ক. ঐচ্ছিক খ. বিশেষ ধরনের ঐচ্ছিক

গ. অনৈচ্ছিক ঘ. বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মানবদেহের Pumping Machine বলা হয় হৃদপিন্ড বা Heart কে। এটি বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশী দ্বারা গঠিত। এরা গঠনের দিক থেকে অনেকটা ঐচ্ছিক পেশী, কিন্তু কাজের দিক থেকে অনৈচ্ছিক পেশীর মতো। অর্থাৎ, হৃদপিন্ড বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশী দ্বারা গঠিত। সুতরাং, অপশন (ঘ) ই সঠিক উত্তর।

৭২. কোন প্রাণীকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়?

ক. ঘোড়া খ. বলগা হরিণ

গ. উট ঘ. খেচর **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

"উটকে" মরুভূমির জাহাজ বলা হয়, কারণ-

১। ব্যবসা-বানিজ্য যাতায়াতসহ সকল প্রকার যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে আরবরা উটের উপর নির্ভরশীল।

২। এরা শীতকালে ২৫দিন এবং গ্রীষ্মকালে ৫দিন পানি পান না করেও কর্মক্ষম থাকে।

৩। বালিঝড়ের থেকে বাঁচার জন্য এদের চোখের লম্বা অক্ষিপক্ষ্ম কাজে লাগায় এবং প্রয়োজনে নাসারন্ধ্র সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখতে পারে। তাই, উট মরুভূমিতে চলার উপযোগী প্রাণী। সুতরাং, অপশন (গ) ই সঠিক উত্তর।

৭৩. কোন গ্রহের তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে অধিক?

ক. শুক্র খ. পৃথিবী

গ. মঙ্গল ঘ. বুধ **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সৌরজগতের উষ্ণতম গ্রহ শুক্র। কারণ, এই গ্রহে কার্বন-ডাই অক্সাইডের ঘন বায়ুমন্ডল থাকায়, তা তাপ ধরে রাখে। গ্রহের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৪৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে বুধে (১৮০°-৪৩০°) সে., পৃথিবীতে (৮৯°-৫৮°) সে. এবং মঙ্গলে (৮২°- ০°) সে. হয়ে থাকে। অর্থাৎ, শুক্র গ্রহের তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে অধিক। অতএব, অপশন (ক) ই সঠিক উত্তর।

৭৪. কিসের স্রোত নদীখাত গভীর হয়?

ক. সমুদ্রসোত খ. নদীস্রোত

গ. বানের স্রোত ঘ. জোয়ার-ভাটার স্রোত **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

জোয়ার ভাটার স্রোতে নদীখাত গভীর হয়। নদীখাল হলো প্রবাহিত পানির শক্তির ফলে গঠিত একটি সরু বা চওড়া, গভীর বা অগভীর প্রাকৃতিক সুষম ঢালু যার মধ্য দিয়ে ধীর বা প্রবলবেগে পানি প্রবাহিত হয়। অতএব, অপশন (ঘ) ই সঠিক উত্তর।

৭৫. বাংলাদেশের সুন্দরবনে কত প্রজাতির হরিণ দেখা যায়?

ক. ১ খ. ২

গ. ৩ ঘ. ৪ **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলাদেশের সুন্দরবনে চিত্রা হরিণ ও মায়া হরিণ নামক ২ প্রজাতির হরিণ দেখা যায়। এছাড়া বাংলাদেশে ৫ প্রজাতির হরিণ পাওয়া যেতঃ সাম্বার হরিণ, মায়া হরিণ, চিত্রা হরিণ, বারোশিঙা হরিণ ও পারা হরিণ। এদের মধ্যে বারোশিঙা ও পারা হরিণ বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং, অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

৭৬. কম্পিউটার সিস্টেমে 'স্ক্যানার' কোন ধরনের যন্ত্র?

ক. ইনপুট খ. আউটপুট

গ. উভয়ই ঘ. কোনোটিই নয় **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

Computer system এ Scanner একটি ইনপুট ডিভাইস। ইনপুট ডিভাইস এক ধরনের হার্ডওয়্যার ডিভাইস, যার সাহায্যে ব্যবহারকারী ডাটা বা নির্দেশাবলী কম্পিউটারের Central Processing Unit- CPU তে ইনপুট করতে পারে। Scanner একটি অপটিক্যাল-ডিভাইস, এর সাহায্যে চিত্র বা লেখাকে অপটিক্যাল পদ্ধতিতে ডিজিটাল ডাটায় রূপান্তরিত করা হয়। আরো কিছু ইনপুট ডিভাইসের নাম দেয়া হলোঃ Keyboard, Mouse, Scanner, OMR, Webcam ইত্যাদি। অন্যদিকে, Printer, Monitor, Speaker, Projector, Plotter ইত্যাদি হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস। Modem, Touchscreen, Digital Camera হচ্ছে ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস।

৭৭. কম্পিউটারের মূল মেমোরি তৈরি হয় কি দিয়ে?

ক. অ্যালুমিনিয়াম খ. প্লাস্টিক

গ. সিলিকন ঘ. কোনোটিই নয় **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কম্পিউটারের মূল মেমরি তৈরি হয় সিলিকন দিয়ে। সিলিকন একটি অর্ধ-পরিবাহী (Semi Conductor) পদার্থ। এর প্রতীক si, এর পারমাণবিক সংখ্যা 14 এবং আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর 28.1. অন্যান্য উপাদানের তুলনায় সিলিকন সহজলভ্য, সাশ্রয়ী এবং এটি সহজেই অন্য উপাদানের সাথে ব্যবহার করা যায়। ফলে কম্পিউটারের চিপ, মেমরি, ট্রানজিস্টর, ডায়োড ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স বর্তনী তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

৭৮. Back up প্রোগ্রাম বলতে কী বোঝানো হয়?

ক. নির্ধারিত ফাইল কপি করা

খ. সর্বশেষ পরিবর্তন Undo করা

গ. আগের প্রোগ্রামে ফিরে যাওয়া
ঘ. কোনটিই নয় **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

Back up প্রোগ্রাম বলতে নির্ধারিত ফাইল কপি করাকে বোঝায়। Back up প্রোগ্রাম বা Software এর মাধ্যমে কোনো File বা Folder এর এক বা একাধিক কপি করে রাখা যায়। যাতে পরবর্তীতে প্রয়োজনে বা কোনো প্রোগ্রামের কপি হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে তা ব্যবহার করা যায়।

৭৯. একটি প্রতিষ্ঠানে ডিভাইস ভাগাভাগি করে নেয়ার সুবিধা হলো-

ক. অর্থ সাশ্রয় খ. সময় সাশ্রয়
গ. স্থানের সাশ্রয় ঘ. উপরের সবকটি **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

একটি প্রতিষ্ঠানে ডিভাইস ভাগাভাগি করে নেয়ার সুবিধা হলো অর্থ, স্থান বা সময় সবকিছুই সাশ্রয় করা যায়। যেমনঃ প্রিন্টার।

৮০. নিচের কোন সাইটটি কেনা-বেচার জন্য নয়?

ক. ekhanei.com খ. Olx.com
গ. google.com ঘ. amazon.com **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

google.com সাইটটি কেনা-বেচার জন্য নয়। এটি একটি সার্চ ইঞ্জিন, এর মাধ্যমে ইন্টারনেটে কোনো কিছু খোঁজা হয়। বর্তমানে ব্যবহৃত আরো কিছু Search engine এর নাম দেয়া হলঃ Google, Yahoo, Baidu, Bing, Altavista, chorki, পিপীলিকা ইত্যাদি। Google প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। এর প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেইজ এবং সের্গেই ব্রিন। এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্টেন ভিউতে। গুগলের অপ্রাতিষ্ঠানিক স্লোগান 'Don't be evil'.

অন্যদিকে ekhanei.com, olx.com, amazon.com সবগুলোই ইন্টারনেট ভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত জনপ্রিয় সাইট।

৮১. নিচের কোনটি ছাড়া Internet- এ প্রবেশ করা সহজ নয়?

ক. Task bar খ. Notification area
গ. Menu bar ঘ. Web browser **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

Web browser ছাড়া Internet এ প্রবেশ করা সহজ নয়। Web browser এক ধরনের Application Program বা Software. ইন্টারনেট থেকে কোনো ডাটা বা তথ্য খোঁজার জন্য web browser ব্যবহার করা হয়। Web browser এর মাধ্যমে ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন text, video, image, content, web page ইত্যাদি দেখা যায় ও পড়া যায়। কিছু Web browser এর নাম দেয়া হল: Safari, google, chrome, Mozilla firefox, Opera, Internet Explorer ইত্যাদি। ইন্টারনেটে সংযুক্ত হতে বা কাজ করতে ৩টি প্রধান জিনিস থাকা আবশ্যক। যথাঃ কম্পিউটার। ২। ইন্টারনেট সংযোগ। ৩। Web browser.

৮২. MICR এর পূর্ণরুপ কি?

ক. Magnetic Ink Character Reader
খ. Magnetic Ink Code Reader
গ. Magnetic Case Reader
ঘ. কোনোটিই নয় **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কম্পিউটার মেমরি থেকে সংরক্ষিত ডাটা উত্তোলনের পদ্ধতিকে read বলা হয়। ডাটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত মাধ্যম বা ধারককে মেমরি বা স্মৃতি বলা হয়। কম্পিউটার মেমরি ২ প্রকার। যথাঃ ১। প্রাইমারী মেমরি বা প্রধান স্মৃতি। ২। সহায়ক মেমরি বা স্মৃতি। কম্পিউটারের মেমরিতে কোনো তথ্য রাখা হলে তা সংরক্ষিত থাকে এবং তা পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী মেমরি থেকে নেয়া যায়।

৮৩. কম্পিউটার মেমোরি থেকে সংরক্ষিত ডাটা উত্তোলনের পদ্ধতিকে কি বলে?

ক. Read-out খ. Read from
গ. Read ঘ. উপরের সবগুলোই **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

MICR এর পূর্ণরূপ Magnetic Ink Character Reader/Recognition. MICR পদ্ধতিতে ব্যাংকের চেকের নম্বর পড়া ও লেখা হয়। MICR একটি ইনপুট ডিভাইস। যা চেক ক্লিয়ারিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়। মুদ্রিত লেখা সরাসরি Input হিসেবে নেয়ার প্রযুক্তি হচ্ছে MICR.

৮৪. নিচের কোনটি ডাটাবেজ ল্যাংগুয়েজ?

ক. Data Definition Language
খ. Query Language
গ. Data Manipulation Language
ঘ. উপরের সবগুলোই **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশনে উল্লিখিত সবগুলোই ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজ। যে কম্পিউটার ভাষার সাহায্যে ডাটাবেজ টেবিলে গঠন, তথ্য সংযোজন-বিয়োজন, টেবিলের ডাটা নিয়ন্ত্রণ, টেবিল থেকে ডাটা খুঁজে বের করাসহ বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা যায় তাকে ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজ বলে।

- Oracle, MySQL, Sybase ইত্যাদি বহুল ব্যবহৃত ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজ।
- অপশনে উল্লিখিত সবগুলোই ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজ।
- Data Definition Language ডাটার প্রকার ও এদের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করে।
- Data Manipulation language ডাটা মুছা বা পরিবর্তনের কাজ করে।
- Query language তথ্য বা ডাটা খোঁজা এবং তথ্য গণনায় সাহায্য করে।

৮৫. সোস্যাল নেটওয়ার্কিং টুইটার কত সালে তৈরি হয়?

ক. ২০০৪ খ. ২০০৬

গ. ২০০৩ ঘ. ২০০৮ **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট টুইটার ২০০৬ সালে তৈরি হয়। টুইটার একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এর যাত্রা শুরু হয় ২০০৬ সালের মার্চ মাসে। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ২০০৬ সালের ১৫ জুলাই। এর প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডর্সি, নোয়া গ্লাস, ইভান উইলিয়ামস এবং বিজ স্টোন। এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকো তে। টুইটারকে ইন্টারনেটের এসএমএস বলা হয়। টুইটারে সর্বোচ্চ ১৪০ অক্ষরের ক্ষুদে বার্তা প্রকাশ করা যায়, যাকে বলা হয় টুইট। Java, Scala, Ruby, Javascript ইত্যাদি ভাষায় টুইটার লিখিত। অন্যদিকে, ২০০৪ সালে ফেসবুক, ২০০৩ সালে মাইস্পেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮৬. নিচের কোন স্মার্টফোন অপারেটিং সিস্টেমটি ওপেন সোর্স প্লাটফর্ম?

ক. IOS খ. Windows Phone

গ. Android ঘ. Symbian **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

Android অপারেটিং সিস্টেমটি Open Source প্লাটফর্ম ভিত্তিক। যে সকল অপারেটিং সিস্টেমের সোর্স কোড সবার জন্য উন্মুক্ত, যা বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যায় তাকে Open Source operating system বলে। এসব Operating system গুলো নির্দিষ্ট শর্তাধীনে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে পারে।

- এ সকল Operating system ফ্রি ডাউনলোড করা যায়।
- স্মার্টফোনে বিভিন্ন ধরনের Open source operating system ব্যবহৃত হয়। যেমন: Android, Firefox, OS, Migo ইত্যাদি।
- অন্যদিকে, IOS, Windows ফোন, Blackberry, Simbian ইত্যাদি Operating system গুলো Open source নয়।

৮৭. মোবাইল কমিউনিকেশনে 4G এর ক্ষেত্রে 3G এর তুলনায় অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য কি?

ক. ভয়েস টেলিফোনি খ. ভিডিও কল

গ. মোবাইল টিভি ঘ. ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মোবাইল কমিউনিকেশনে 4G এর ক্ষেত্রে 3G এর তুলনায় অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা। 3G এর পূর্ণরূপ Third Generation এবং 4G এর পূর্ণরূপ Fourth Generation. 3G এবং 4G উভয়ই মোবাইলের ক্ষেত্রে বিশেষ যোগাযোগ প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে যেসব বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায় তা হচ্ছে-

- তারবিহীন কথা বলা
- মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার
- ভিডিও কল
- মোবাইলের সাহায্যে টিভি দেখা
- কম খরচে যোগাযোগ ব্যবস্থা
- দ্রুতগতিতে ডাটা ডাউনলোড করা ইত্যাদি

অন্যদিকে, 3G থেকে 4G এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যে বিশেষ সুবিধা রয়েছে তা হলো মোবাইলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা।

৮৮. Oracle Corporation এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক. Bill Gates খ. Tim Cook

গ. Andrew S Grove ঘ. Lawrence J. Ellison **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

Oracle Corporation এর প্রতিষ্ঠাতা Lawrence J. Ellison. এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক মাল্টিন্যাশনাল সফটওয়্যার কোম্পানি। ১৯৭৭ সালে তিনি এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার সহযোগী ছিলেন বব মিনার এবং এড ওয়েটিস। সফটওয়্যার নির্মাণে এর অবস্থান ৩য়, ১ম মাইক্রোসফট এবং ২য় আইবিএম। এর সদর দপ্তর ক্যালিফোর্নিয়ার রেডউড সিটিতে। Oracle এর পণ্যসমূহ হচ্ছে: Oracle Application, Oracle Database, Oracle Enterprise Manager, Servers, Workstations, Storage ইত্যাদি। অন্যদিকে, বিল গেটস মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা, টিম কুক Apple Inc এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। Andrew S Grove ছিলেন Intel Corporation এর ৩য় নির্বাহী কর্মকর্তা।

৮৯. প্রোগাম থেকে কপি করা ডাটা কোথায় থাকে?

ক. RAM

খ. Clipboard

গ. Terminal

ঘ. Hard disk **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

প্রোগ্রাম থেকে কপি করা ডাটা Clipboard এ থাকে। একটি ফাইলের কোনো অংশ Copy বা Cut করলে তা Clipboard এ অস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী তা যেকোনো স্থানে Paste করা যায়। নতুন করে পরবর্তীতে কোনো অংশ Copy বা Cut করার পূর্ব পর্যন্ত এটি Clipboard এ জমা থাকে এবং প্রয়োজনমতো ততবার ইচ্ছে ততবার তা Paste করা যায়। উল্লেখ্য, Clipboard এর ঐ অংশের ডাটা RAM এ জমা হয়।

৯০. পারসোনাল কম্পিউটার যুক্ত করে নিচের কোনটি তৈরি করা হয়?

ক. Super Computer

খ. Network
গ. Server
ঘ. Enterprise **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

পারসোনাল কম্পিউটার যুক্ত করে নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায়। নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য দুইটি বা এর অধিক কম্পিউটার যুক্ত করতে হয়। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যবহারকারী প্রয়োজনীয় ডাটা, ডকুমেন্ট, ফাইল, প্রিন্টারসহ অন্যান্য বিষয় নিজেদের মধ্যে বিনিময় করতে পারে। সার্ভার একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যা অন্যান্য কম্পিউটার প্রোগ্রামে কিছু রিসোর্স বা Fuctionality প্রদান করে। এটি ব্যবহারকারী কর্তৃক কমান্ড গ্রহণ ও সে অনুযায়ী নির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ করে। ব্যয়বহুল, দ্রুতগতিসম্পন্ন, বিশেষ শক্তিশালী কম্পিউটারকে সুপার কম্পিউটার বলে, মূলত বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রশাসনিক কর্মকান্ড ইত্যাদি কাজে এই কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

৯১. নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কী?

ক. মানুষের আচরনের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখা প্রদান
খ. মানুষের জীবনের সফলতার দিকগুলো আলোচনা
গ. সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ ব্যাখা
ঘ. সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

নীতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ ethics বসেছে গ্রিক শব্দ ethica ও ল্যাটিন শব্দ ethice থেকে। এ শব্দ দুটি বসেছে গ্রিক শব্দ ethikos থেকে। অর্থাৎ, ethics এর আদি উৎস হলো ethos যার অর্থ হলো 'চরিত্র' আচার ব্যবহার রীতি নীতি বা অভ্যাস। কাজেই শাব্দিক অর্থে নীতিবিদ্যা বলতে বুঝায় 'মানুষের আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের ভালত্ব-মন্দত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। অতএব, যে বিদ্যা মানুষের আচার ব্যবহার রীতি-নীতি, অভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে নীতিবিদ্যা বলে। নীতিবিদ্যা হলো মানুষের আচরণের উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় বা ভালো মন্দ সম্পর্কিত আলোচনা। সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ বা ইচ্ছাকৃত ক্রিয়ার মূল্যবিচার করাই হলো এর আলোচ্য বিষয়। এই বিদ্যার আলোচ্য বিষয় সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন।

৯২. মানুষের কোন ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়?

ক. ঐচ্ছিক ক্রিয়া খ. অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
গ. ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়া ঘ. ক ও গ নামক ক্রিয়া **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। নীতিবিদ্যা সামাজে বসবাসকারী মানুষের কাজের ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে। আর এই বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবেই ঐচ্ছিক কাজ।

৯৩. মূল্যবোধ (Values) কী?

ক. মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদন্ড
খ. শুধুমাত্র মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি নির্ধারনের দিক নির্দেশনা
গ. সমাজ জীবনে মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয় মনোভাব
ঘ. মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ**উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মূল্যবোধ সম্পর্কে স্পেন্সার লার তার সংজ্ঞায় বলেছেন- "মূল্যবোধ হলো একটি মানদন্ড, যা আচরণের ভাল মন্দ বিচারের এবং সম্ভাব্য বিভিন্ন লক্ষ্য হতে কোনো একটি বিষয় পছন্দ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৯৪. সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি কী?

ক. আইনের শাসন খ. নৈতিকতা
গ. সাম্য ঘ. উপরের সবগুলো **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

আইনের শাসন, নৈতিকতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদান। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ, সৌজন্যবোধ প্রভৃতি।

৯৫. সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে-

ক. মত প্রকাশের স্বাধীনতা
খ. প্রশাসনের নিরপেক্ষতা
গ. নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা
ঘ. নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যেকোন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সুশাসন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। যেমন-

- আইনের শাসন
- স্বচ্ছতা
- জবাবদিহিতা
- গ্রহনযোগ্যতা
- দুর্নীতি মুক্ত ও জনবান্ধব প্রশাসন
- অংশগ্রহণমূলক সরকার ব্যবস্থা
- মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বা স্বাধীন প্রচার মাধ্যম
- দায়বদ্ধতা
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন
- রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুরক্ষা
- অংশগ্রহনের সুযোগের উন্মুক্ততা
- বাক স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা

৯৬. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals) অর্জনে সুশাসনের কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে?

ক. সুশাসনের সামাজিক দিক
খ. সুশাসনের অর্থনৈতিক দিক

গ. সুশাসনের মূল্যবোধের দিক
ঘ. সুশাসনের গণতান্ত্রিক দিক **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বিশ্বব্যাপী চরম দারিদ্র দূরীকরণের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে MDG বলা হয়। ২০০০ সালের ৬-৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৮টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

MDG লক্ষ্যগুলো হচ্ছে-

- চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূল
- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন
- শিক্ষার মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ।
- শিশু মৃত্যু হ্রাসকরণ
- মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন
- এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য মারাত্মক রোগ প্রতিরোধ। পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ এবং
- উন্নয়নের জন্য একটি বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের বিকাশ ঘটানো।

৯৭. "আইনের চোখে সব নাগরিক সমান।"- বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর ধারায় এ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে?

ক. ধারা ০৭ খ. ধারা ২৭
গ. ধারা ৩৭ ঘ. ধারা ৪৭ **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায় এর 'মৌলিক অধিকার' অংশের ২৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। অনুচ্ছেদ-২৭: আইনের দৃষ্টিতে সমতা সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী অন্যদিকে, ৭ নং অনুচ্ছেদে রয়েছে- সংবিধানের প্রাধান্য। ৩৭ নং অনুচ্ছেদ- সমাবেশের স্বাধীনতা। ৪৭ নং অনুচ্ছেদ- কতিপয় আইনের হেফাজত।

৯৮. Johannesburg Plan of Implementation সুশাসনের সঙ্গে নিচের কোন বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়?

ক. টেকসই উন্নয়ন
খ. সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
গ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন
ঘ. কোনোটিই নয় **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

Johannesburg Plan of Implementation জোহান্সবার্গ ঘোষণা নামে পরিচিত। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ শহরে জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে Johannesburg Plan of Implementation গৃহিত হয়। ইহা সুশাসনের সঙ্গে Sustainable development (টেকসই উন্নয়ন) এর বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়।

৯৯. 'সুশাসন' শব্দটি সর্বপ্রথম কোন সংস্থা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখা করে?

ক. জাতিসংঘ খ. ইউএনডিপি
গ. বিশ্বব্যাংক ঘ. আইএমএফ **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সুশাসন শব্দটি সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাংক সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। ১৯৮৯ সালে সুশাসন প্রত্যয়টি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক উদ্ভাবিত আধুনিক শাসন ব্যবস্থার সংযোজিত রূপ। বিশ্বব্যাংকের মতে, সুশাসন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়।

১০০. নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি কিসের অন্তরায়?

ক. সামাজিক অবক্ষয়ের খ. মূল্যবোধ অবক্ষয়ের
গ. সুশাসনের ঘ. শিক্ষার গুণগতমানের **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে ধরা হয়। শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ গণমাধ্যমে রণ প্রস্তুতি। সুশাসনের অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গণমাধ্যমে একমাত্র ব্যবস্থা যা সুশাসনের নিয়ামকগুলোকে জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে সুসংহত করতে পারে। স্বাধীন সংবাদমাধ্যম আর স্বাধীন বিচর বিভাগ ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার রক্ষা ও প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বর্তমানে 'সুশাসন'ও 'গণমাধ্যম' এ দুটি বিষয় পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা- ২০২২ (স্কুল পর্যায়)

১. বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. কুতুবদিয়া খ. ভোলা
গ. মহেশখালী ঘ. সেন্টমার্টিন **উ: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

মহেশখালী বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ। আদিনাথ মন্দির, এই দ্বীপে অবস্থিত। মহেশখালীর মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মার্নের পরিকল্পনা করেছে সরকার। এর আয়তান ৩৬২ বর্গ কি.মি। কুতুবদিয়া দ্বীপে রাত্রে নৌ চলাচলের জন্য বাতিঘর আছে। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত পুরানো বাতিঘরটি সাগর গর্ভে বিলীন হওয়ার পর নতুন করে আরেকটি বাতিঘর নির্মিত হয়। অন্যদিকে, সেন্টমার্টিন বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। টেকনাফ সমুদ্র উপকূল হতে ৯ কি.মি দক্ষিণে নাফ নদীর মুখে অবস্থিত। উপরের তিনটি দ্বীপই কক্সবাজার জেলার অধীন। ব্যতিক্রমী

ভোলা বাংলাদেশের বৃহত্তম ও একমাত্র দ্বীপ জেলা। যা কিনা মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত।

২. **বাংলাদেশের যে জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে-[১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]**

ক. হবিগঞ্জ খ. মৌলভীবাজার
গ. সিলেট ঘ. কুড়িগ্রাম **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলায় সর্বাধিক চা বাগান রয়েছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্য অনুসারে মৌলভীবাজারে ৯০টি চা বাগান রয়েছে। দ্বিতীয় সর্বাধিক চা বাগান রয়েছে হবিগঞ্জে ২৩টি। সিলেট ২০টি চা বাগান রয়েছে। কুড়িগ্রামে চা বাগান নেই, তবে পঞ্চগড়ে অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়েছে। সিলেট শহরে মালনীছড়া চা বাগান উপমহাদেশের প্রাচীনতম চা বাগান। মূলত বাংলাদেশের প্রথম বানিজ্যিক চা বাগান এটি। বাংলাদেশ চা বোর্ড চট্টগ্রামে অবস্থিত। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান যেটি চা উৎপাদন, নিয়ন্ত্রন এবং উৎপাদনে উৎসাহমূখী নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে। এটি নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশে অবস্থিত।

৩. **ভাষা শহিদদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন-[১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]**

ক. আব্দুস সালাম খ. রফিক উদ্দিন
গ. আবুল বরকত ঘ. সকলেই **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে দিতে বর্তমান মেডিকেল কলেজ চত্বরে সমবেত হয়। পুলিশ উপস্থিত ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বাধে। সেদিন মিছিলে অংশ নেওয়া রাফিক উদ্দিন পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই শহিদ হন। তিনি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ। পুলিশের গুলিতে আরও শহিদ হন আব্দুল বরকত, আব্দুস সালাম, আব্দুল জব্বার, ওহিউল্লাহ্(৯ বছরের শিশু) প্রমুখ। এদের মধ্যে আব্দুল বরকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন। আব্দুস সালাম পেশায় পিয়ন, রফিক উদ্দিন তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন।

৪. **বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল জেলা কোনটি? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]**

ক. ঢাকা খ. গাজীপুর
গ. যশোর ঘ. সিলেট **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

দেশের প্রথম ডিজিটাল জেলা হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় যশোর। ২০ ডিসেম্বর ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যশোরকে দেশের প্রথম ডিজিটাল জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন। এখানে যশোর আইটি পার্ক বা শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক অবস্থিত। যা ২০১৭ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। ডেটা সংরক্ষনের জন্য দেশের দ্বিতীয় সার্ভার স্টেশন রয়েছে এখানে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অবস্থিত প্রথম সার্ভার কোনও সমস্যা হলে সরকারি বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ডেটা এখান থেকেই উদ্ধার করা যাবে। আর বাংলাদেশের প্রথম সাইবার সিটি নির্মিত হয়েছে সিলেটে।

৫. **'স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ' পুরস্কার- ২০২০ লাভ করেন-**[১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. আজিজুর রহমান খ. ফেরদৌসী মজুমদার
গ. কালীপদ দাস ঘ. জাফর ওয়াজেদ **উ:** ক

[**নোট:** ২০২৩ সালে ৯ জন ব্যক্তি ও ১টি প্রতিষ্ঠান (ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স) এ পুরস্কার পান।]

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

সরকারের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রনালয় দুজন মরনোত্তরসহ ৮ ব্যক্তি ও একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ চিকিৎসাবিদ্যা, সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাধীনতা পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের জন্য বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী কমান্ডার(অব), আব্দুর রউফ (মরনোত্তর), বুদ্ধিজীবী-মুহম্মদ আনোয়ার পাশা(মরণোত্তর) ও আজিজুর রহমান। চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যাপক ডা. মো. ওবায়দুল কবীর চৌধুরী ও অধ্যাপক ড. একে এম এ মুক্তাদির। সংস্কৃতি কালীপদ দাস ও ফেরদৌসী মজুমদার। এছাড়া শিক্ষায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের ভারতেশ্বরী হোমস। ২০২৩ সালে ৯ জন ব্যক্তি ও ১ টি প্রতিষ্ঠান (ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স) এ পুরস্কার পান। বিদ্র- স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার হিসেবে ১৯৭৭ সাল থেকে চালু হয়।

৬. **জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয়-**[১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. ২৩ মার্চ, ১৯৭১ খ. ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
গ. ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭ ঘ. ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন শেখ মুজিবুর রহমান। আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালের এই দিনে শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে(বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) একটি জনসভায় আয়োজন করেছিলো। লাখো জনতার এই সম্মেলনে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়। উপাধি ঘোষণা দিয়েছিলেন তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ। সভাতে দেওয়া বক্তব্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবির পক্ষে পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

৭. **'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগানটি বাংলাদেশে প্রচলিত কোন মুদ্রা বহন করে?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. ১ টাকা খ. ২ টাকা
গ. ৫ টাকা ঘ. ১০ টাকা **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগানটি বাংলাদেশে প্রচলিত ২ টাকার কয়েন (সরকারী মুদ্রা) বহন করে। অন্যান্য মুদ্রার স্লোগান ও প্রতীক : ১ টাকার কয়েন (সরকারী মুদ্রা)= পরিকল্পিত পরিবার সবার জন্য খাদ্য। ৫ টাকার কয়েন (সরকারী নোট)= কুসুম্বা মসজিদ, নওগাঁ। ১০ টাকার নোট (ব্যাংক নোট)= বাইতুল মোকাররম মসজিদ, স্মৃতিসৌধ।

৮. **চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক কোথায়?**

ক. রাঙামাটি জেলায় খ. খাগড়াছড়ি জেলায়
গ. বান্দরবান জেলায় ঘ. সিলেট জেলায় **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

রাঙামাটি জেলায় চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক এছাড়াও খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়ও তাদের বসবাস রয়েছে। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। প্রধান ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক। প্রধান ধর্মীয় উৎসব বৌদ্ধ পূর্নিমা, মাঘী পূর্নিমা, বৈশাখ পূর্নিমা, কঠিন চীবরদান প্রভৃতি। বান্দরবান জেলায় মারমাদের আধিক্য বেশি পরিমানে লক্ষনীয়। এছাড়াও খাগড়াছড়ি জেলাতেও তাদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। খাসিয়া সম্প্রদায় সিলেটের জৈন্তাপুর পাহাড়ে বাস করে, গারো এবং মনিপুরীরাও এ অঞ্চলের বাসিন্দা।

৯. **মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যা চালানোর অভিযোগে আইসিজেতে মামলা দায়ের করে-**[১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. গাম্বিয়া খ. সেনেগাল
গ. সৌদি আরব ঘ. কুয়েত **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশে গাম্বিয়া ১১ নভেম্বর, ২০১৯ আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে মামলা করে। মামলায় বলা হয়, মিয়ানমার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা, ধর্ষন ও সাম্প্রদায়িক নিধন চালিয়েছে, গাম্বিয়া ও মিয়ানমার দু'দেশই ১৯৪৮ সালে জেনোসাইড কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ যেটি শুধু দেশগুলোতে গণহত্যা থেকে বিরত থাকা নয় বরং এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধ এবং অপরাধের জন্য বিচার করতে বাধ্য করে। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দেশটির সেনাবাহিনী নিধন চালায়। নৃশংসতা থেকে বাঁচতে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা আশ্রয় নেয়।

১০. রাশিয়া ইউক্রেনের সামরিক অভিযান শুরু করে-[১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ. ২৪ মার্চ, ২০২২
গ. ২৪ জানুয়ারি, ২০২২ ঘ. ২৪ এপ্রিল, ২০২২ **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে পূর্ণ সামরিক অভিযান শুরু করেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সালে পুতিন পূর্ব ইউক্রেনের রুশ সমর্থিত দুটি বিচ্ছিন্নতাবাদী এলাকা, দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। জবাবে রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে বলে জানায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি এরপর ফেব্রুয়ারিতে পুতিন ভাষণ দেন এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ঘোষণা করেন তিনি ইউক্রেনে একটি বিশেষ সামরিক অভিযান শুরু করবেন। ঘোষনার কয়েক মিনিট পর কিয়েভে বিস্ফোরনের শব্দ শোনা যায়। এরপর ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রায় আগ্রাসন ও হাজার হাজার রাশিয়ান সৈন্যের সীমানা অতিক্রম ঘটে।

১১. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এর সদস্য সংখ্যা-[১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. ১৫৪টি খ. ১৭৪টি
গ. ১৬৪টি ঘ. ১৮৪টি **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

WTO, বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, এমন একটি বৈশ্বিক সংস্থা যা সরাসরি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কাজ করে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের প্রাথমিক লক্ষ্য হল পন্য ও পরিষেবা ব্যবসার আমদানি, রপ্তানি এবং সরবরাহের সাথে জড়িত রাষ্ট্রগুলিকে সহায়তা করার জন্য আন্তর্জাতিক বানিজ্য বিধি ও প্রবিধান তৈরী করা। WTO এর সদস্য সংখ্য ১৬৪(ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ) এবং ২৩টি পর্যবেক্ষক দেশ রয়েছে। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত, WTO দেশগুলিকে বাণিজ্য বিধি আলোচনা এবং তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য একটি প্লাটফর্ম। এর সদরদপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। ১৯৪৮সালে প্রতিষ্ঠিত GATT এর বদলে প্রতিষ্ঠিত হয় WTO .

১২. 'কিয়েভ' কোন দেশের রাজধানী? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. রুমানিয়া খ. পোল্যান্ড
গ. ইউক্রেন ঘ. স্পেন **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ১৯৯১ সালে স্বাধীনতা লাভকারী ১৫টি নতুন দেশের একটি ইউক্রেন। যার রাজধানী কিয়েভ। ইউক্রেনকে ইউরোপের রুটির ঝুড়ি বলা হয় বেশী মাত্রায় গম উৎপাদনের জন্য। ১৯৮৬ সালে ঘটা ভয়াবহতম পারমানবিক দুর্ঘটনা ঘটে ইউক্রেনের চেরনোবিলে। দেশটি বর্তমানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে লড়াই করে যাচ্ছে। ২০২২ সালে লুহানস্ক ও দোহেৎস্ক প্রদেশ দুটিকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করে রাশিয়া এবং এরপরেই ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়। এর আগে ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে নেয়। অপরদিকে, রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট, পোল্যান্ডের ওয়ারশ এবং স্পেনের মাদ্রিদ।

১৩. অ্যান্তনিও গুতেরেস জাতিসংঘের কততম মহাসচিব? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. অষ্টম খ. নবম
গ. দশম ঘ. একাদশ **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

২০১৭ সালের জানুয়ারিতে জাতিসংঘের নবম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করেন অ্যান্তনিও গুতেরেস। ২০২১ সালে তিনি দ্বিতীয় দফায় জাতিসংঘ মহাসচিব নির্বাচিত হন। এর আগে তিনি পর্তুগালের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জাতিসংঘের অষ্টম মহাসচিব ছিলেন দক্ষিন কোরিয়ার অধিবাসী বান কি মুন। তিনি দ্বিতীয় এশীয় নাগরিক হিসেবে জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচিত হন। তিনিও দুই দফা মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

১৪. ইংল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. বরিস জনসন খ. লিজ স্ট্রাস
গ. ঋষি সুনাক ঘ. টনি ব্লেয়ার **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

প্রথম কোনো অশ্বেতাঙ্গ এবং অভিবাসী পরিবারের সন্তান ব্রিটেনের প্রধান একটি দলের রাজনৈতিক দলের নেতা এবং সেই সাথে প্রধানমন্ত্রী হন ঋষি সুনাক। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন দল কনজারভেটিভ পার্টির নেতা নির্বাচিত হন এবং রাজা তৃতীয় চার্লস কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান। এর আগে এমপিদের অনাস্থার মুখে পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস পদত্যাগ করেন। বরিস জনসন ২০১৯ সাল থেকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। ২০২২ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাজ্য সরকারের সংকটের সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাড়াঁন। ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লেবার পার্টির নেতা টনি ব্লেয়ার।

১৫. গোবি মরুভূমি কোন মহাদেশে অবস্থিত? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. আফ্রিকা খ. দক্ষিণ আমেরিকা
গ. এশিয়া ঘ. ইউরোপ **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

গোবি মরুভূমি এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় মরুভূমি যা চীন এবং মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণাংশ জুড়ে রয়েছে। যা ১৫০০কি.মি জুড়ে বিস্তৃত। এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মরুভূমি। এর আয়তন ১২ লক্ষ ৯৫ হাজার বর্গ কি.মি.। অপরদিকে, সাহারা মরুভূমি আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। এর বিস্তৃতি ৯৪,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তর আফ্রিকার প্রায় পুরোটা জুড়েই এর বিস্তার। মিশর, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া, লিবিয়া, সুদান, নাইজার, মালি প্রভৃতি দেশ পর্যন্ত সাহারা মরুভূমি বিস্তৃত।

১৬. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইন্টারনেট সিস্টেম চালু হয় কোন সালে? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. ১৯৯৫ সালে খ. ১৯৯৬ সালে
গ. ১৯৯৭ সালে ঘ. ১৯৯৮ সালে **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালু হয় ১৯৯৩ সালে, এবং সবার জন্য উন্মুক্ত হয় ১৯৯৬ সালে। এর আগে ১৯৯৫ সালে অফলাইন ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রথম এদেশে সীমিত আকারে ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৯৬ সালে দেশে প্রথম ইন্টারনেটের জন্য ভিস্যাট স্থাপন করা হয় এবং আই.এস.এন নামক একটি আইএমপির মাধ্যমে অনলাইন ইন্টারনেট সংযোগের বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করে। শুরুতে আইএমপি গুলো ছিলো শুধু বিটিটিবির মালিকানাধীন।

১৭. কচুশাক বিশেষভাবে মূল্যবান যে উপাদানের জন্য তা হলো-[১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. লৌহ খ. ভিটামিন সি
গ. ক্যালসিয়াম ঘ. ভিটামিন এ **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

অপশন(খ) ভিটামিন সি (অ্যাসকরাবিক এসিড) সমৃদ্ধ ফল যেমন : লেবু, কমলালেবু, মাল্টা, জাম্বুরা ইত্যাদি। তাছাড়া আমলকি, আনারস, আমড়া, সবুজ শাক-সবজি, বাঁধাকপি, পালংশাক এ 'ভিটামিন সি' রয়েছে। উল্লেখ্য, সবচেয়ে বেশি ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল 'আমলকি' অপশন(ঘ) ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন : কড মাছ, মাছের মাথা, মাখন, গাজর, লালশাক, মিষ্টিকুমড়া, পাকা আম, পেঁপে, মলা মাছ, ঢেলা মাছ ইত্যাদি। অপশন(গ) ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য দুধ, ডিম, মাংস ও সবুজ শাক সবজি যা হাড় ও দাঁতকে মজবুত করে এবং পেশি সংকোচনে ভূমিকা রাখে। কচুশাক বিশেষভাবে মূল্যবান লৌহ বা আয়রন (Fe) উপাদানের জন্য, এই লৌহ রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরিতে ও রক্তস্বপতা দূর করতে সাহায্য করে। অতএব, অপশন(ক) ই সঠিক উত্তর।

১৮. ক্যান্সার সংক্রান্ত বিদ্যাকে বলে-[১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. টিউমারোলজি খ. একালজি
গ. অনকোলজি ঘ. সাইটোলজি **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

টিউমার সংক্রান্ত বিদ্যাকে-টিউমারোলজি, জীব ও তাদের পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক আলোচনা সম্পর্কিত বিদ্যাকে-ইকোলজি, কোষের বিভিন্ন

সংরক্ষনাগার, কার্যকারিতা, স্থানবিশেষ, প্রজনন এবং ক্রিয়াশীলতার সম্পর্কিত বিদ্যাকে-সাইটেলেজি বা কোষবিজ্ঞান বলে। অপরদিকে, ক্যান্সার সংক্রান্ত বিদ্যাকেই-অনকোলজি বলে। এই শাখায় ক্যান্সার প্রতিরোধ, নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণ এবং চিকিৎসা নিয়ে কাজ করে, সুতরাং, অপশন(গ)ই সঠিক উত্তর।

১৯. জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি এর সদর দপ্তর অবস্থিত-[১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. স্টকহোম খ. নাইরোবি
গ. হেগ ঘ. বৈরুত **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

UNEP- ১৯৭২ সালে স্টকহোম মানব পরিবেশের ওপর জাতিসংঘের সম্মেলনের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর সদর দপ্তর নাইরোবি, কেনিয়ায় অবস্থিত। UNEP ছয়টি অঞ্চলভিত্তিক কার্যালয় রয়েছে : আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগর, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য। UNEP এর কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে : ১.ওজোন স্তর রক্ষার জন্য ১৯৮৭ সালের মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল : এই চুক্তিটি ওজোন স্তর ধ্বংসকারী রাসায়নিক গুলির ব্যবহার নিয়ন্ত্রন করে। ২. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইের জন্য ১৯৯২ সালের জলবায়ু চুক্তি : এই চুক্তিটি বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৩. সামুদ্রিক পরিবেশের সুরক্ষার জন্য ১৯৮২ সালের জাতিসংঘের মৎস্য ও মহাসাগরিক আইন: এই আইনটি সমুদ্রের সম্পদ পরিচালনা এবং সুরক্ষার জন্য একটি নিয়মিত কাঠামো প্রদান করে।

২০. শর্করা জাতীয় খাদ্য যে কাজে ব্যয় হয়-[১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. দেহের বৃদ্ধির জন্য খ. ক্ষয়রোধের জন্য
গ. পুষ্টির অভাব পূরণে ঘ. হাড় গঠনে **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

শর্করা বা Carbohydrate মূলত কার্বন, হাইড্রোজেন,ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত যেখানে তাদের অনুপাত ১:২:১ হয়। এই খাদ্য দেহে শোষিত হবার পর খুব কম সময়ে তাপ উৎপন্ন করে, দেহের বৃদ্ধির জন্য শক্তি যোগায়। চাল, গম, আলু, মিষ্টি আলু, ভূট্টা, চিনি, বার্লি, মধু, সবজিতে প্রচুর পরিমানে শর্করা বা শ্বেতসার থাকে। সুতরাং, অপশন(ক) ই সঠিক উত্তর।

২১. দৃষ্টিহীনদের জন্য আবিষ্কৃত বাংলায় প্রথম সফটওয়্যার এর নাম কী? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. আইলিপ খ. আইসাইট
গ. আইডট ঘ. আইলাইট **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

দৃষ্টিহীনদের জন্য আবিষ্কৃত বাংলায় প্রথম সফটওয়্যার- 'আইসাইট' তাদের জন্য তৈরি করা সফটওয়্যার সাধারণত ২টি ভাগে কাজ করে। ১. এরা ক্রিনের লেখাকে উচ্চারনের ধরন অনুযায়ী শব্দ রূপান্তরযোগ্য ডিজিটাল সিগন্যালে পরিণত করে, ২. পরবর্তীতে সেই সিগন্যালটি ব্যবহার করে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে লেখাটি পড়ে শোনায়।অতএব, অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর ।

২২. বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কোন মেমোরি থেকে তথ্য চলে যায়? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. ROM খ. Secondary storage
গ. RAM ঘ. কোনোটিই নয় **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

কম্পিউটারের মেমোরি মূলত ২ ভাগে বিভক্ত যথা : ১. Main Memory (RAM & ROM) এবং ২. Secondary Memory ROM (Read only Memory) তে শুধু মাত্র তথ্য-উপাত্ত পড়া যায় কিন্তু কিছু লিখা যায়না এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলেও মেমোরির তথ্য মুছে যায় না। কম্পিউটারে বিপুল পরিমান তথ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষনের জন্য ব্যবহৃত হার্ডওয়ারসমূহই সেকেন্ডারী স্টোরেজ ডিভাইস (Secondary storage device), যেমন: হার্ডডিস্ক, সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ ইত্যাদি । RAM(Random access memory) কে Volatile Memory বলা হয়, কারণ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে এর তথ্য-উপাত্ত মুছে যায়। অর্থাৎ RAM- এ তথ্য অস্থায়ী হিসেবে থাকে। অতএব, অপশন(গ)ই সঠিক উত্তর।

২৩. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাসের দাপ্তরিক নাম দিয়েছে-[১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. করোনা-১ খ. কোভিড-১৯
গ. করোনা ভাইরাস ঘ. SARS-COV-1 **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ মানুষের একটি সংক্রামক ব্যাধি যা গুরুতর তীব্র শ্বাসযন্ত্রীয় রোগ লক্ষনসমষ্টি, যা (সার্স কোভ-২) নামক এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমনে হয়ে থাকে। সর্বপ্রথম ২০১৯ সালের ডিসেম্বর রোগটি চীনে শণাক্ত হয়। ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস অ্যাটানম গেব্রেইসাস করোনার আনুষ্ঠানিক নাম "কোভিড-১৯" (Covid-19) নামকরন করেন। অতএব, অপশন (খ)ই সঠিক উত্তর।

২৪. কোন হরমোনের অভাবে গলগণ্ড রোগের সৃষ্টি হয়? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. থাইরক্সিন খ. ইনসুলিন
গ. গ্লুকাগন ঘ. করটিসোল **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হয়। গ্লুকাগনের অভাবে রক্তে শর্করার পরিমান কমে যায় ফলে হাইপো-গ্লাইসিমিয়া (Hypoglyeemia) রোগ দেখা দেয়। কর্টিসলের অভাবে পেশীর দুর্বলতা, অবসাদ, দুশ্চিন্তা, বিরক্তিভাব, মাথাঘোরানো, চর্মরোগ, রক্তচাপ কমে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নি:সৃত থাইরক্সিন হরমোনের অভাবে গলগন্ড রোগ দেখা দেয়, মূলত, আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়ে এই রোগ সৃষ্টি হয়। আলসেমি,নিদ্রাহীনতা, শুষ্ক চামড়া, ঠান্ডা সহ্য করতে না পারা, ছোট শিশুদের মানসিক প্রতিবন্ধকতা, পড়াশোনায় অমনোযোগী এ রোগের লক্ষন, বিশেষত, সমুদ্র থেকে দূরে উত্তর বঙ্গ ও পার্বত্য এলাকার মাটিতে আয়োডিন কম থাকায় এ অঞ্চলের শিশুদের এই রোগ বেশি দেখা যায়। অতএব, অপশন(ক)ই সঠিক উত্তর।

২৫. GIS এর পূর্ণরূপ কোনটি? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক -২০২২]

ক. Geographic Information System.
খ. Geological Information System.
গ. Geographic Integrated System.
ঘ. Geological Integrated System. **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

GIS এর পূর্ণরূপ- Geographic Information System. এর মাধ্যমে ভৌগোলিক উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষন, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়। এটি ভূতথ্যবিজ্ঞানের একটি বৃহত্তর অংশ। কিছু GIS ভিত্তিক software – QGIS, ILWIS, gvGIS, Mapwindow GIS, Clark Lab's IDRISI and Terrset ইত্যাদি । সুতরাং, অপশন(ক)ই সঠিক উত্তর।

১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা- ২০২২ (স্কুল পর্যায়)

১. বাঙালির দৈহিক গড়নে সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে কোন জাতিগোষ্ঠীর সাথে? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. মোঙ্গলয়েড খ. অস্ট্রালয়েড
গ. ককেশয়েড ঘ. নিগ্রয়েড **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে ভাগ করা যায় দুইভাগে। যথা-১) প্রাক-আর্য(অনার্য) এবং ২) আর্য জনগোষ্ঠী। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল(নেগ্রিটো,অস্ট্রিক বা অস্ট্রালয়েড, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয়)। অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রিক জাতি থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে ওঠেছে বলে মনে করা হয়। তাদেরকে কেউ কেউ নিষাদ জাতি বলে থাকেন।

২. **প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসকের নাম কী?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. কনিষ্ক খ. শশাংক
গ. ধর্মপাল ঘ. গোপাল **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

কুষাণ রাজাদের মধ্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কনিষ্ক। তার চিকিৎসক ছিলেন চরক। বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু হয় পাল বংশের রাজত্বকালে। পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। পাল বংশের প্রথম রাজা ছিলেন গোপাল(৭৫৬-৭৮১খ্রি.) পাল রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ধর্মপাল(৭৮১-৮২১খ্রি.)। তার উপাধি ছিল বিক্রমশীল। গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের একজন মহাসামন্ত ছিলেন শশাঙ্ক। প্রাচীন বাংলার জনপদ গুলোকে গৌড় নামে একত্রিত করেন তিনি। শশাঙ্ক ছিল অবিভক্ত বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা। তার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ যা বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত।

৩. **ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. নুরুল আমিন খ. লিয়াকত আলী খান
গ. মোহাম্মদ আলী ঘ. খাজা নাজিমুদ্দিন **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

পাকিস্তানের প্রথম গর্ভনর জেনারেল ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলী খান। ভাষা আন্দোলনের সময়ে পাকিস্তানের সরকার:

গভর্নর জেনারেল	মালিক গোলাম মোহাম্মদ
প্রধানমন্ত্রী	খাজা নাজিমউদ্দীন
পূর্ব বাংলার গর্ভনর	ফিরোজ খান নুন
পূর্ব বাংলা মুখ্যমন্ত্রী	নুরুল আমিন

৪. **বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি তফসিল রয়েছে?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. ৪টি খ. ৫টি
গ. ৬টি ঘ. ৭টি **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

সংবিধানের খসড়া গণপরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর এবং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৭টি তফসিল রয়েছে। তফসিলসমূহ হলো: ১. অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন ২. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বিলুপ্ত) ৩. শপথ ও ঘোষণা ৪.ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানবলী ৫. ৭ই মার্চের ভাষণ ৬. স্বাধীনতার ঘোষণা ৭. ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

৫. **'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থের রচয়িতা কে?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
খ. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
গ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এটি প্রকাশিত হয় ২০১২ সালের জুন মাসে, এর ইংরেজি অনুবাদক অধ্যাপক ড.ফকরুল আলম, এটির ভূমিকা লেখেন শেখ হাসিনা এবং প্রচ্ছদ তৈরি করেন সমর মজুমদার। কারাগারের রোজনামচা হলো বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় আত্মজীবীমূলক গ্রন্থ। 'আমার দেখা নয়াচীন' হলো শেখ মুজিবের তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। গণচীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে বঙ্গবন্ধু এই গ্রন্থটি লেখেন। এ গ্রন্থটি বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে ২ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সালে। গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন শেখ হাসিনা, এটির ইংরেজি অনুবাদক ড.ফকরুল আলম এবং প্রচ্ছদ তৈরি করেন তারিক সুজাত।

৬. **বাংলাদেশের ভ্যাট চালু হয় কত সালে?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. ১ জুলাই, ১৯৮৯ খ. ১ জুলাই, ১৯৯০
গ. ১ জুলাই, ১৯৯১ ঘ. ১ জুলাই, ১৯৯২ **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR-National Board of Revenue)। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস কর রাজস্ব। আমাদের দেশের কর কাঠামো দুইভাগে বিভক্ত। যথা : ১. প্রত্যক্ষ কর: আয়কর, ভূমি উন্নয়ন কর, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যামপ, কর্পোরেট কর প্রভৃতি। ২. পরোক্ষ কর: VAT, বিক্রয় কর, আমদানি শুল্ক, সমপূরক শুল্ক, আবগারি শুল্ক প্রভৃতি। VAT থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আয় করে বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশে প্রথম মূল্য সংযোজন কর (Value Added Text) সংক্ষেপে VAT প্রবর্তিত হয় ১ জুলাই, ১৯৯১ সালে। বাংলাদেশে ভ্যাটের হার ১৫%।

৭. **ভাষা শহিদদের স্মরণে 'জননী ও গর্বিত বর্ণমালা' ভাস্কর্যটির ভাস্কর কে?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. মৃণাল হক খ. শামীম শিকদার
গ. হামিদুজ্জামান খান ঘ. নভেরা আহমেদ **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

শামীম শিকদার হলেন বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা মহিলা ভাস্কর। 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা' ও স্বাধীনতা সংগ্রাম' তার দুটি অমর ভাস্কর্য। হামিদুজ্জামান খান এর উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যগুলো পাখি পরিবার, স্টেপস ও সংশপ্তক। নভেরা আহমেদ এর উল্লেখ্যযোগ্য ভাস্কর্যের মধ্যে রয়েছে ইকারুস, চাইল্ড ফিলোসফার, জেব্রা ক্রসিং, যুগল প্রভৃতি। মৃণাল হক হলেন বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান ভাস্কর। জননী ও গর্বিত বর্ণমালা, গোল্ডেন জুবিলী টাওয়ার, রাজসিক বিহার, দুর্জয় প্রভৃতি ভাস্কর্যের জন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিত। জননী ও গর্বিত বর্ণমালা ভাস্কর্যটি ঢাকার পরিবাগে অবস্থিত।

৮. **SDG এর পূর্ণরূপ কী?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. Successful Development Goals
খ. Successive Development Goals
গ. Sustainable Development Goals
ঘ. Substantial Development Goals **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

SDG এর পূর্ণরূপ হলো Sustainable Development Goals বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট। এসডিজি গৃহীত হয় ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এবং এর মেয়াদকাল(২০১৬-২০৩০খ্রি.)। টেকসই উন্নয়নে ২৩২টি সূচক, ১৬৯টি লক্ষ্য এবং ১৭টি অভীষ্ট (Goals) নির্ধারণ করা হয়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট: ১.দারিদ্র্য বিলোপ ২.ক্ষুধা মুক্তি ৩.সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ ৪. মানসম্পন্ন শিক্ষা ৫.লিঙ্গ সমতা ৬.নিরাপদ পানি ও পয়:নিষ্কাশন ৭. সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি।

৯. **আলুর একটি জাতের নাম-** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. রূপালী খ. ডায়মন্ড
গ. ড্রামহেড ঘ. ব্রিসাইল **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

রূপালী ও ডেলফোজ হলো উন্নত জাতের তুলার নাম। কে ওয়াই ক্রস, গোল্ডেন ক্রস, গ্রীণ এক্সপ্রেস, এটলাস-৭০ ও ড্রামহেড হলো উন্নত জাতের বাঁধাকপির নাম। বাংলায় আলু চাষের বিস্তার লাভ করে ওয়ারেন হেস্টিংস এর উদ্যোগে। আলু বাংলাদেশে আনা হয় নেদারল্যান্ড থেকে। ডায়মন্ড, কার্ডিনেল, কুফরী ও সিন্দুরী হলো উন্নতজাতের আলুর নাম।

১০. **পরিবেশ ও জীবদেহের সম্পর্ক বিষয়ক বিদ্যাকে কী বলে?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. বায়োলজি খ. সোসিওলজি
গ. এনভায়রনমেন্ট ঘ. ইকোলজি **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

ইকোলজি বা বাস্তুবিদ্যা হল বিজ্ঞানের একটি শাখা, যেখানে জীব ও তাদের পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক আলোচিত হয়। ইংরেজি, ইকোলজি শব্দটি গ্রিক শব্দ "Oikos" যার অর্থ ঘর বা বাসস্থান এবং "Logos" যার অর্থ-অধ্যয়ন। এটির আলোচনায় বিষয়কে অটো-ইকোলজি ও সিন ইকোলজি এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। ১৮৬৯ সালে আর্নেস্ট হেকেল সর্বপ্রথম "ইকোলজি" শব্দটি ব্যবহার করেন। অর্থাৎ, পরিবেশ ও জীব দেহের সম্পর্ককেই ইকোলজি তে আলোচনা করা হয়। অতএব, অপশন(ঘ)-ই সঠিক উত্তর।

১১. **ব্রেক্সিট কার্যকর হয় কত তারিখে?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. ১ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ. ৩১ জানুয়ারি, ২০২০
গ. ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ঘ. ১ মার্চ, ২০২০ **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

British Exit এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ব্রেক্সিট (Brexit). (EU-European Union) ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বের হয়ে যাওয়াকে বলা হয় ব্রেক্সিট(Brexit)। ব্রেক্সিট প্রশ্নে যুক্তরাজ্য গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালের ২৩ জুন। ২০২০ সালের ৩১ জানুয়ারি যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে চূড়ান্তভাবে বের হলে ব্রেক্সিট কার্যকর হয়।

১২. **পৃথিবীর দীর্ঘতম পবর্তমালা কোনটি?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. হিমালয় পবর্তমালা খ. আল্পস পবর্তমালা
গ. আন্দিজ পবর্তমালা ঘ. আলাস্কা পবর্তমালা **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালা হিমালয় এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। হিমালয়ের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হলো মাউন্ট এভারেস্ট। ইউরোপের উচ্চতম পর্বতশ্রেণি হলো আল্পস। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের যুক্তরাষ্ট্র আলাস্কা পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা হলো আন্দিজ যা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে অবস্থিত। আন্দিজ পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো একাঙ্কাগুয়া। আন্দিজপর্বতমালা আর্জেন্টিনায় অবস্থিত।

১৩. **২০২৩ সালে অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হলো-**[১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. প্যারাসাইট খ. এভরিথিং অল এট ওয়ান্স
গ. সিনারি ঘ. ম্যারেজ স্টোরি **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

২০২৩ সালের ১৩মার্চ ৯৫ তম অস্কার পুরস্কার প্রদান করা হয় আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে।

বিষয়	তথ্যপ্রবাহ
সেরা চলচ্চিত্র	এভরিথিং এভরিহয়ার অল এট ওয়ান্স।
সেরা পরিচালক	ড্যানিয়েল শাইনার্ট ও ড্যানিয়েল কোয়ান (চলচ্চিত্র: এভরিথিং এভরি হেয়ার অল এট ওয়ান্স)
সেরা অভিনেতা	ব্রেন্ডন ফ্রেজার (চলচ্চিত্র: দ্য হোয়াল)
সেরা অভিনেত্রী	মিশোল ইয়োহ(চলচ্চিত্র: এভরিথিং এভরিহেয়ার অল এট ওয়ান্স)

উল্লেখ্য, প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে অস্কার পুরস্কার লাভ করেন নাফিস বিন জাফর (২০০৭ ও ২০১৫ সালে)। কোরিয়ান চলচ্চিত্র 'প্যারাসাইট' ২০২০ সালে অস্কার পুরস্কার লাভ করে।

১৪. **কোন দেশ আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. মরক্কো খ. লিবিয়া
গ. তিউনিসিয়া ঘ. ইয়েমেন **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

মরক্কো,লিবিয়া ও তিউনিসিয়া ভৌগোলিকভাবে উত্তর আফ্রিকা মহাদেশ অবস্থিত। ইয়েমেন দেশটি ভৌগোলিকভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। ১৯৯০ সালে ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্র(উত্তর ইয়েমেন)এবং গণপ্রজাতন্ত্রী ইয়েমেন(দক্ষিণ ইয়েমেন) দেশ দুইটিকে একত্রিত করে ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র গঠন করা হয়। ইয়েমেনের রাজধানী হলো সানা এবং মুদ্রার নাম ইয়েমেনি রিয়াল।

১৫. **একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটি কার?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. সাকিব আল হাসান খ. তামিম ইকবাল
গ. মোহাম্মদ আশরাফুল ঘ. লিটন দাস **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটি লিটন দাসের। ২০২২ সালের ৬ মে লিটন দাস জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৭৬ রান করেন। টি ২০(প্রথম ও একমাত্র) সেঞ্চুরিয়ান হলেন তামিম ইকবাল। বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি করেন মেহরাব হোসেন অপি। বাংলাদেশের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি করেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ৩০০ উইকেট শিকারি প্রথম বাংলাদেশি বোলার সাকিব আল হাসান।

১৬. **আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় কোন তারিখে?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. ৮ মার্চ খ. ১০ এপ্রিল
গ. ৫ জুন ঘ. ১০ ডিসেম্বর **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

১৯১০সালে ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এসে যোগ দিয়েছিলেন। এ সম্মেলনে ক্লারা প্রতি বৎসর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব দেন। জাতিসংঘ নারী দিবস উদ্‌যাপন শুরু করে ১৯৭৫ সালে এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৮ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে ১৯৭৭ সালে। প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্বপরিবেশ দিবস পালিত হয়ে থাকে। ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হয়।

১৭. **জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় কোথায়?** [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. যুক্তরাজ্যে খ. চীনে
গ. যুক্তরাষ্ট্রে ঘ. জাপানে **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে। জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় হলো জাতিসংগের একাডেমিক ও গবেষণা শাখা। এটি অবস্থিত জাপানের টোকিওতে। জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন ১৯৬৯ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট। জাতিসংঘ শান্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোস্টারিকার সানজোসে অবস্থিত।

১৮. বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান কত তারিখে শুরু হয়? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. ১৭ মার্চ, ২০২০ খ. ১৭ মার্চ, ২০১৯
গ. ১৭ মার্চ, ২০২১ ঘ. ১৭ মার্চ, ২০২২ **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য ঘোষিত বর্ষ হলো মুজিববর্ষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭ই মার্চ, ২০২০ সালে তাঁর জন্মের ১০০ বছর পূর্তি হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান শুরু হয় ১৭ই মার্চ, ২০২০ সালে এবং সমাপ্তি হয় ৩১শে মার্চ, ২০২২ সালে। মুজিববর্ষের লোগো উন্মোচন জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে। সব্যসাচী হাজরা মুজিববর্ষের লোগোর নকশা করেন।

১৯. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্সের অর্থ প্রেরণ করেন কোন দেশের প্রবাসীরা? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. যুক্তরাজ্য
গ. সৌদি আরব ঘ. আরব আমিরাত **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে এসেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্র থেকে সর্বাধিক রেমিটেন্স ২৪৯৭.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এসেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের তথ্য দেখাচ্ছে যে, সৌদি আরব থেকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিটেন্স ২৪৮০.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এসেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স যুক্তরাষ্ট্র থেকে (১৭.৮ শতাংশ), সৌদি আরব থেকে (১৭.৭ শতাংশ), সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৩.৫ শতাংশ) এবং যুক্তরাজ্য থেকে (৮.৯ শতাংশ) রেমিটেন্স এসেছে।

২০. প্রাণঘাতী নভেল করোনা ভাইরাস সর্বপ্রথম কোথায় শনাক্ত করা হয়েছিল? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. চীনের উহানে খ. চীনের সাংহাইতে
গ. চীনের বেইজিংয়ে ঘ. ইতালির লোম্বার্ডিতে **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

COVID-19(Corona Virus Disease of 2019) জীবাণুর নাম Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2(SARS-COV-2)। চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহানে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর প্রথম এই রোগ শনাক্ত হয়। বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় ২০২০ সালের ৮ই মার্চ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবকে বৈশ্বিক মহামারী (Pandemic) ঘোষণা করে ১১ মার্চ, ২০২০ সালে।

২১. বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদীর সংখ্যা কতটি? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. ৫২টি খ. ৫৪টি
গ. ৫৭টি ঘ. ৫৮টি **উ:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

বর্তমানে বাংলাদেশে নদ-নদীর সংখ্যা হলো ১০০৮টি। দীর্ঘতম নদী হলো পদ্মানদী (৩৪১ কি.মি) এবং ক্ষুদ্রতম নদীর নাম গাঙ্গিনা (৩২মি.)। আন্তঃসীমান্ত নদী বা অভিন্ন নদী এমন ধরনের নদী যা এক বা একাধিক দেশের রাজনৈতিক সীমা অতিক্রম করে।

অভিন্ন নদী	বাপাউবো মতে	বাংলাপিডিয়া মতে
বাংলাদেশ ভারত	৫৪টি	৫৫টি
বাংলাদেশ-মিয়ানমার	৩টি (নাফ, মাতামুহুরী, সাঙ্গু)	
মোট	৫৭টি	৫৮টি

সুতরাং, উপরের চিত্র থেকে বলা যায় যে অপশন (খ) সঠিক।

২২. NATO কবে গঠিত হয়েছিল? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. ১৯৪৭ সালে খ. ১৯৪৮ সালে
গ. ১৯৪৯ সালে ঘ. ১৯৫০ সালে **উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

NATO (North Atlantic Treaty Organization) উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল। ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাকালীন সদর দপ্তর ছিল লন্ডনে। বর্তমানে ন্যাটোর সদর দপ্তর বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো যাত্রা শুরু করে ১২টি দেশ নিয়ে। ন্যাটোর বর্তমান সদস্য দেশ ৩১টি। ৩১তম দেশ হিসেবে ফিনল্যান্ড ন্যাটোতে যোগদান করে ৪ এপ্রিল, ২০২৩ সালে। উল্লেখ্য, ন্যাটোর সর্বশেষ ৩৩তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১১-১২ জুলাই, ২০২৩ সালে লিথুয়ানিয়া এবং আগামী ৩৪ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে।

২৩. পাটের জিনোম কে আবিষ্কার করেন? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. জগদীশ চন্দ্র বসু খ. ড. কুদরত-ই-খুদা
গ. লিউয়েন হুক ঘ. ড. মাকসুদুল আলম **উ:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট। বাংলাদেশে উৎপন্ন হয় পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাট। ২০১০ সালে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা তোষা পাটের এবং ২০১৩ সালে দেশি পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন। পাটের জীন বা জিনোম রহস্য উন্মোচনকারী দলের নেতা ড.মাকসুদুল আলম। গবেষক দলটির নাম ছিল 'স্বপ্নযাত্রা'। মাকসুদুল আলম ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহন করেন। ড.মাকসুদুল আলম পাটের জিনোম ছাড়া ও পেঁপে, রাবার এবং ছত্রাকের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন।

২৪. বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় কত সালে? [১৭ তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০২২]

ক. ২০১০ সালে খ. ২০১৩ সালে
গ. ২০১৫ সালে ঘ. ২০১৭ সালে **উ:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

২০০০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে ২০০৯ সালে ১৮ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সুপারিশের আলোকে নতুন 'জাতীয় শিক্ষা নীতি' প্রণীত হয় ২০১০ সালে। বাংলাদেশে শিক্ষাকে ৩টি স্তরে ভাগ করা হয় এই শিক্ষানীতিতে। যথা-ক) প্রাথমিক স্তর(প্রথম-অষ্টম শ্রেণি) খ) মাধ্যমিক স্তর(নবম-দ্বাদশ শ্রেণি) গ) উচ্চতর স্তর(স্নাতক-পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা)।

২৫. 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।- কোন আন্দোলনের স্লোগান ?

ক. ভাষা আন্দোলন খ. শিক্ষা আন্দোলন
গ. গণনাট্য আন্দোলন ঘ. বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন **উ:ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' থেকে আবুল হোসেনের সম্পাদনায় ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় 'শিখা' পত্রিকা। শিখা পত্রিকার স্লোগান ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যা ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৬২ সালে ঐতিহাসিক শিক্ষা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। শিক্ষা দিবস পালিত ১৭ সেপ্টেম্বর।